Contents

নবম বর্ষ

১০ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

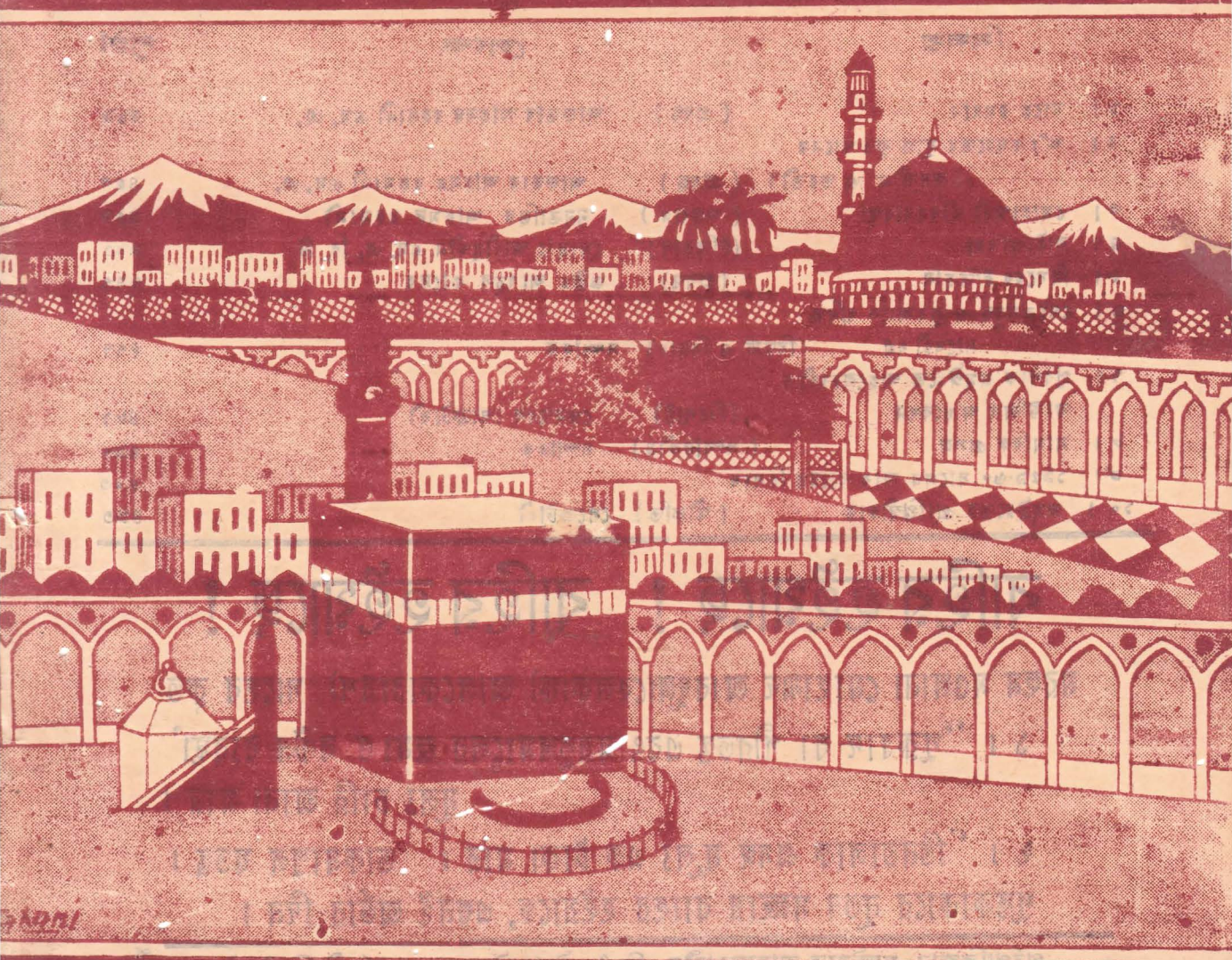

সম্পাদক

আকতার আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—দশম সংখ্যা

মাঘ ফাল্গুন ১৩৬৭ বাং ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৬১ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	মাহে রমযান	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪৪৯
২।	আঁ-হযরতের যুগে কুরআনের তদ্‌ভীন ও তরতীব	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪৫৩
৩।	মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৪৫৭
৪।	নাইজেরিয়া	(ইতিহাস)	মোহাঃ আমীমুদ্দীন এম, এ, বি, টি	৪৬৫
৫।	মিসরের ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	ডক্টর আবদুস কাদের	৪৭৩
৬।	গৌতমবুদ্ধ ও কুরআনে বর্ণিত সাবেয়ী ধর্ম	(বিতর্ক ও বিচার)	সম্পাদক	৪৭৭
৭।	পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস কাউন্সিল অধিবেশন	(রিপোর্ট)	জেনারেল সেক্রেটারী	৪৮১
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৯০
৯।	১৯৫৯-৬০ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব			৫০৩
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	সেক্রেটারী	৪৯৩

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বয়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্য-সূচী কি ? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, রমযানুল মোবারক ১৩৮০ হিঃ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩৬৭ বংগাব্দ | দশম সংখ্যা

প্রকাশ মহল, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

মাহে রমযান

আকতার আহমদ রহমানী এম, এ

পাপ ও তাপ-ক্লিষ্ট ধরনীকে পুণ্য ও রহমতের পীযূষ ধারায় স্নাত ও শীতল করার জন্য বিশ্বমানবের সম্মুখে প্রতিবারের ন্যায় এই বৎসরও শুভাগমন করিয়াছে 'মাহে-রমযান'। অতি পবিত্র ও সমৃদ্ধশালী এই মাস। ইহার আগমন প্রতিক্ষায় মাসাধিককাল পূর্ব হইতে মুসলমানদের অন্তরে আনন্দ উল্লাসের বান ডাকিয়া যায় এবং দিকে দিকে উক্ত পবিত্র মাসের আগমন বার্তা-জ্ঞাপনের জন্য সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া যায়। রসূলল্লাহ (দঃ) এই পবিত্রমাসের আগমনের পরমুহূর্তে অর্থাৎ শা'বানের শেষ তারীখে মিম্বরে দাঁড়াইয়া রমযানুল মোবারকের শুভাগমনোপলক্ষে সমগ্র মুসলিম জাহানের উদ্দেশ্যে যে অভিভাষণ দান করিলেন তাহার প্রত্যেকটী শব্দের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এই মাসের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব; তাহার বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে এই মাস কত মহীয়ান, কত গরীয়ান। আঁ-হযরত (দঃ) তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من الف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من

শুন হে মানব-মণ্ডলী! আল্লাহর অজস্র করুণাধারা-সিক্ত একটি অতীব মহান মাস তোমাদেরকে রহমতের ছায়ায় আবৃত করার জন্য শুভাগমন করিয়াছে। বরকত ও সমৃদ্ধির মাস ইহা। ইহাতে এমন একটী রজনী আছে যাহার (ইবাদত) হাজার রজনীর ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। আল্লাহ এই মাসের দিবাভাগে কৃচ্ছ্র-সাধনাকে অপরিহার্য ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাত্রিভাগে নৈশ ইবাদতকে স্বেচ্ছামূলক করিয়াছেন। এই মাসে যেকোন মঙ্গলকার্য সম্পাদনকারী অন্যান্য মাসের ফরয কার্য সম্পাদনকারীর ন্যায় ছওয়াবের অধিকারী হইবে এবং কোন ফরয কার্য সম্পাদনকারী অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজকার্য সম্পাদনকারীর ন্যায় ছওয়াব অর্জন করিবে। রমযান ধৈর্য ও তিতিক্ষার মাস। النار' وكان لـه مثل اجره من غير ان ينتقص من اجره شيء قلنا يارسول الله ليس كلنا لجد مانفطربه الصائم' فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن اوتمرة اوشربة من ماء' ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لايظما حتى يدخل الجنة' وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار'

মনে রাখ, ধৈর্যের একমাত্র প্রতিদান বেহেশ্‌ত। এই মাস সহানুভূতির মাস। এইমাসে মুমেনদের উপার্জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেব্যক্তি এই মাসে কোন রোযাদারকে ইফ্‌তার করাইবে তাহার সমস্ত পাপ ধুইয়া মুছিয়া যাইবে আর সে স্বীয় গর্দানকে নরকাগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া লইবে। আরও শোন, সেই ব্যক্তিকে রোযাদারটীর তুল্য ছওয়াব দান করা হইবে অথচ রোযাদারদের ছওয়াব বিন্দুমাত্র কম করা হইবেনা। এতদ্‌শ্রবণে সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল ইফ্‌তার করাইবার মত সামর্থ আমাদের অনেকেরই ত' নাই (তবে কি আমরা এই অগণিত সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইব?) উত্তরে আল্লাহর রসুল বলিলেন, যেব্যক্তি এক ঢোঁক দুধ, অথবা একটি খেজুর অথবা এক ঢোঁক সাদা পানি দ্বারা স্বীয় রোযাদার ভাইকে ইফ্‌তার করাইবে আল্লাহপাক তাহাকেও এই অসীম ছওয়াবের ভাগী করিবেন। আর যেব্যক্তি রোযাদারকে উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়াইবে আল্লাহ তাহাকে আমার "হাওযে কওছর" হইতে এমন এক ঢোঁক পানি পান করাইবেন যাহার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আর পানির পিপাসা অনুভব করিবেনা। দেখ মানব মণ্ডলী! এই পবিত্র মাসের প্রথম দশকে আল্লাহর রহমত অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়; দ্বিতীয় দশকে আল্লাহপাকের ক্ষমার দরিয়া উথলিয়া উঠে আর শেষ দশকে সমস্ত পাপী ও তাপীদিগকে দোযখের আগুন হইতে নিষ্কৃতি দান করা হয়। এই মহান মাসে যেব্যক্তি স্বীয় চাকর নকরের শ্রম লাঘব করে আল্লাহ তাহার পাপ মোচন করতঃ তাহাকে নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণিত করিবেন। (বয়হকী)।

পাঠক-পাঠিকা, ক্ষণিকের জন্য একটু ভাবিয়া দেখুন, পবিত্র রমযান মাসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় যেন রসূলুল্লাহর [দঃ] ভাষা সঙ্কীর্ণ ও জবান মুবারক ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। মনে হইতেছে যেন তিনি ইহার ফযিলত বর্ণনার জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেননা। কিন্তু কেন? কিসের জন্য রমযানের এত ফযিলত?

আসল কথা হইতেছে এই যে, মানব চরিত্রের অনুশীলন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাতে পশুত্ব ও দেবত্বের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ রহিয়াছে এবং মানব চরিত্রকে পশুত্ব মুক্ত করিয়া পূর্ণ দেবত্বের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যেসব যোগসাধনা ও আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে রমযানের ছিয়াম সাধনাই উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ যত সহজে দেবত্বের আসনে সমারূঢ় হইতে পারে অন্য কোন সাধনা দ্বারা তাহা সম্ভব নহে।

দেহ ও আত্মার একত্র সমাবেশের নাম মানুষ। দেহ রক্ষা ও আত্মার শুদ্ধি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। দেহকে রক্ষা করিতে প্রয়োজন হয় ভূরিভোজনের। বৎসরের দীর্ঘ এগারটি মাস ধরিয়া ভূরিভোজনের অবিরাম ধারা চলিতে থাকায় মানব চরিত্রে পশুত্বের প্রাবল্য মাথা চাড়া দিয়া উঠে আর আধ্যাত্মিকতা ম্রিয়মাণ ভাবে নিষ্পেষিত হইয়া পড়ে। তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। তাই এগার মাসের শেষে প্রয়োজন হয় কৃচ্ছ্রসাধনার, এই সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে নূতন সঞ্জীবতার সঞ্চার হয়। কোঠাসা, রুদ্ধশ্বাসপ্রায় আধ্যাত্মিকতা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে সজীব করিতে যাইয়া দেহ রক্ষার প্রয়োজনকে

www.ahlehadeethbd.org

একবারেই অস্বীকার করিলে দেহ দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িবে, চিন্তা জগতে বিভ্রান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হইবে, তাই দেহের প্রয়োজনকে একবারেই অস্বীকার করা চলেনা। Balanceকে ঠিক রাখিয়াই রমযানের ছিয়াম সাধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার দিবাভাগে মানসিক উৎকর্ষ সাধনে লিপ্ত থাকিয়া রাত্রিভাগে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির অনুমতি দান করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

এবং পূর্ব গগণের শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা হইতে প্রকটিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাইতে থাক। অতঃপর পরবর্তী রজনীর আগমন পর্যন্ত পানাহার হইতে বিরত থাকিও।

দৈহিক ক্ষুধা দুই প্রকার। পেটের ক্ষুধা আর যৌন ক্ষুধা। শরীর রক্ষার জন্য যেমন পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজন, বংশ রক্ষা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে রূপায়ন করিবার জন্য তেমনি প্রয়োজন যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির। তাই রমযানের রাত্রিযোগে পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির সহিত যৌনক্ষুধা নিবৃত্তিরও অনুমতি দান করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন রমযান মাসের

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

রাত্রিভাগে তোমাদিগকে স্বীয় সহধর্মিণীদের সহিত যৌন সম্ভোগের অনুমতি দান করা হইল। তাহারা তোমাদের অঙ্গাচ্ছদন এবং তোমরা তাঁহাদের অঙ্গাচ্ছদন স্বরূপ। তোমরা খোদার আইন লঙ্ঘনরূপ যে খেয়ানতের অভিযোগে অভিযুক্ত আল্লাহ তা'আলা যে সম্বন্ধে বিলক্ষণ অবগত আছেন বলিয়াই তিনি তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়াছেন এবং (আল্লাহর আইন লঙ্ঘনের) পাপরাশি মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। অতএব এখন হইতে তোমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য রূপায়নের নিমিত্ত তাহাদের সহিত যৌন সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইতে পার।

পবিত্র রমযান মাসের দিবাভাগে পানাহার, যৌন সম্ভোগ, পর নিন্দা ও মিথ্যাচার হইতে বিরত থাকিয়া রাত্রিযোগে পানাহার ও যৌন সম্ভোগের অনুমতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সারাটী রাত্রি ভুরিভোজন ও যৌন পিপাসা মিটাইয়া রমযানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। তাই রমযানের রাত্রিতে আল্লাহর ইবাদত, তিলাওয়াতে কুরআন আর জাগ্রত থাকিবার জন্য আল্লাহর রসূল বারংবার তাগিদ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহার দিবাভাগের রোযাকে আল্লার ফরজ এবং

جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا

রাত্রিকালের ইবাদতকে নফল করিয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে রাত্রিকালে তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কুরআনে মশগুল থাকিয়া আর দিবাভাগে পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া পরনিন্দা, মিথ্যাচার এবং অশ্লীলবাক্য যথারীতি ব্যবহার করিতে থাকিলে শুধু শুধু জঠরাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় তাহাতে রমযানের উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبعة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من اجلى' للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل انى امرأ صائم'

আদম সন্তানদের প্রত্যেকটি নেক-কাজের পুরস্কার দশগুণ হইতে সাতশতগুণ বর্ধিত করা হয়। কিন্তু রমযানের ছিয়াম ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, ইহা আমার জন্য এবং আমিই ইহার পুরস্কার দিব। কারণ বান্দা ত' তাহার যৌন ক্ষুধা এবং দৈহিক ক্ষুধা একমাত্র আমার জন্যই পরিহার করিয়াছিল। রোজাদারগণ দুইটি সন্তুষ্টি উপভোগ করিবে। তন্মধ্যে একটি তাহারা দৈনিক ইফ্তারের সময় উপভোগ করিয়া থাকে আর অন্যটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরকালে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎলাভের সময় উপভোগ করিবে। রোজাদারগণের মুখনিঃসৃত দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মৃগনাভির সুগন্ধি অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের নিকট রোযা আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তোমরা অশ্লীল ভাষা এবং উচ্চস্বরে চীৎকার করা হইতে বিরত থাকিও। যদি কেহ রোযাদারের সহিত ঝগড়া করিতে উদ্যত হয় তাহাহইলে তাহাকে বলা উচিত যে, আমি রোযাদার"।—বুখারী ও মুসলিম।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এমনিইত' দানশীল ছিলেন কিন্তু পবিত্র রমযানের সাধনাকে সিদ্ধ ও সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য এই পবিত্র মাসে তাঁহার দান দক্ষিণা ঝড়ের আকার ধারণ করিত বিশেষ ভাবে যখন হযরত জিব্রীল (আঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইমাম বুখারী ও নাসায়ী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন এবং রমযান মাসে জিব্রীলের সাক্ষাৎ কালে তিনি আরও অধিক মাত্রায় দান দক্ষিণা করিতেন। হযরত জিব্রীল তাঁহার সহিত রমযানের শেষ পর্যন্ত প্রতি রজনীতেই সাক্ষাৎ করিতেন।

كان النبى صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود مايكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ

রমযানে দান দক্ষিণার আধিক্যের তাৎপর্য এই যে, এই পবিত্র মাসের নফলী ইবাদত অন্য মাসের ফরযতুল্য এবং এই মাসের একটি ফরয অন্য মাসের সত্তরটি ফরযের সমতুল্য।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এই পবিত্র মাসের দিবারাত্রি ইবাদত অর্চ্চনার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি করিতেন বিশেষ ভাবে রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করিতেন এবং কদর রজনীতে ইবাদতের জন্য তিনি বিশেষ প্রস্তুতি করিতেন। ইমাম বুখারী ও তিরমিযী জননী আয়েশার সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যখন রমযানের শেষ দশক আরম্ভ হইত তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) ইবাদতের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি করিতেন, রাত্রি জাগরণ করিতেন এবং স্বীয় পরিজনবর্গকেও ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন।

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ميزره واحى ليله وايقظ اهله -

অতএব এই পবিত্র সাধনাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য দিবারাত্রি ইবাদত অর্চ্চনায় লিপ্ত হওয়াই বিশ্বমুসলিমের পবিত্র কর্তব্য।

পাপসিক্ত মুসলিম জাহানের পাপরাশিকে বিদগ্ধ ও ভস্মিভূত করিবার জন্য পবিত্র রমযান মাস একটি অমোঘ ঔষধ। কিন্তু ঔষধ যতই অব্যর্থ হোক না কেন ব্যবহার না করা পর্যন্ত উহার দ্বারা রোগীর কোন উপকারই হয়না। অতএব হে বিশ্ব মুসলিম, তোমাদের হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত করিবার জন্য আল্লাহতাআলা তোমাদের ঘরে ঘরে আজ যে অমোঘ ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন তোমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠ। রমযানের পবিত্র পরশে তোমাদের পাপরাশি দগ্ধিভূত ও ভস্মিভূত হইয়া যাক, আল্লাহর দরগায় আজ এই মোনাজাতই করি। আমিন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের "তদ্‌ভীন" ও "তরতীব"

—আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(ঙ) তীবী (মৃত ৯৮১ হিঃ) বলেছেন :—প্রথমতঃ সম্পূর্ণ কুরআন লওহে মাহফুয হ'তে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর প্রয়োজনানুসারে উহার অংশ বিশেষ অবতীর্ণ হ'তে থাকে এবং লওহে মাহফুযের তরতীব অনুযায়ী উহাকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। (ইতকান ১৪৬ পৃঃ).

قال الطيبى انزل القرآن اولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ثم نزل على حسب المصالح ثم اثبت فى المصاحف على التاليف والنظم المثبت فى اللوح المحفوظ

(চ) আহমদ বিন ইবরাহীম বিন যুবায়র আল-গারনাতী (গ্রাণাডার অধিবাসী মৃঃ ৭০৮ হিঃ) বলেছেন : বহু সংখ্যক হাদিস এ-কথার সাক্ষ্য বহন করছে, কুরআনের তরতীব আঁ-হযরতের যুগেই হয়েছিল। যেমন (ক) রসূলুল্লাহ (দঃ) বলতেন, অত্যুজ্জ্বল সূরত দুটীর অর্থাৎ সূরত বাকারাহ ও সূরত আলে-ইমরানের পাঠ-ভ্যাস করা। (ইমাম মুসলিম এ'হাদিস বর্ণনা করেছেন)।

قال ابو جعفر ابن الزبير الاثار تشهد (له) كقولة اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم وكحديث سعيد ابن خالد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال فى ركعة رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه وفيه انه كان يجمع المفصل فى ركعة وروى البخارى عن ابن مسعود انه قال فى بنى اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء انهن من العتاق الاول وهن من تلادي وذكرها نسقا كما استقر ترتيبها وفى البخارى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ قل هو الله احد والمعوذتين

(খ) খালেদ বিন মা'দান কর্তৃক বর্ণিত হাদিস যাতে বলা হয়েছে আঁ-হযরত (দঃ) একই রিকাত নামাযে সাতটী দীর্ঘ সূরত পাঠ করেছিলেন। (এ হাদিস ইবনে আবি শায়বাহ তদীয় মুসান্নাফ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।) উক্ত গ্রন্থে এ হাদিসটীও উল্লিখিত হয়েছে,

(গ) আঁ-হযরত (দঃ) "মুফাস্‌সাল" সূরতসমূহকে একই রিকাত নামাযে পড়ে ফেলতেন।

ইমাম বুখারী ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত এ হাদিস স্বীয় সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন,

(ঘ) আঁ-হযরত (দঃ) সূরত বনি ইসরাঈল, কাহাফ, মরয়ম, তাহা ও আম্‌বিয়া সম্বন্ধে বলেছেন যে, এগুলো কুরআনের অত্যুৎকৃষ্ট সূরত এগুলো আমার মওরূসী সম্পত্তি।

উক্ত হাদিস বর্ণনা করার পর ইবনে মাস্‌উদ বলেন যে, আঁ-হযরত (দঃ) উক্ত ৫টী সূরতের নাম উল্লেখ করার সময় ঠিক সেই তরতীব সহকারে উল্লেখ করেন যে তরতীব সহকারে উহা আমরা বর্তমান কুরআনে দেখতে পাই।

বুখারীর মধ্যে এ'হাদিসও উল্লিখিত হয়েছে যে, (ঙ) আঁ-হযরত (দঃ) প্রত্যেক রাত্রে যখন শোওয়ার উদ্দেশ্যে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেন তখন করতলদ্বয়কে একত্রিত করে সূরত "কুল হুয়া আল্লাহু আহাদ", "কুল আউযু বি রাব্বিল ফালাক" এবং "কুল আউযু বি রাব্বিন্ নাস"—এ সূরতত্রয় পাঠ করতঃ উহাতে ফুঁ দিতেন। (ইতকান ১৪৭ পৃঃ)।

জনাব আহমদ বিন ইব্‌রাহীম সাহেব উপরে উল্লিখিত পাঁচটী হাদিসকে একত্রে বর্ণনা করতঃ ইহাই দেখাইয়াছেন যে, কুরআনের তরতীব যদি আঁ-হযরতের (দঃ) পর হয়ে থাকে তবে আঁ-হযরত (দঃ) সূরত গুলির নামই বা করলেন কি করে আর বর্তমান তরতীবের অনুসারে উক্ত নাম গুলির উল্লেখই বা করলেন কি করে?

www.ahlehadeethbd.org

আবু জা'ফর নাহ্‌হাস বলেছেন,

সর্বোৎকৃষ্ট মত এই যে, স্থরত সমূহের বর্তমান তরতীব রস্থলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে যেমন ইহা ওয়ায়েলা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস "আমাকে তৌরাতের পরিবর্তে ৭টী বড় বড় স্থরত দান করা হয়েছে" দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। (এ হাদিস পূর্ববর্তী সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে) অতএব এ'হাদিস স্পষ্টতঃ প্রমাণ করছে যে, কুরআনের তরতীব রস্থলুল্লাহ (দঃ) হ'তে গৃহীত হয়েছে এবং ইহা তাঁর সময় হ'তেই চলে আসছে এবং বর্তমানে কুরআন উক্ত তরতীব মোতাবেকই সজ্জিত হয়ে আছে (অর্থাৎ উহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই) কারণ এ' হাদিসে স্বয়ং রস্থলুল্লাহর জবানী কুরআনের তরতীবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আবু জা'ফর ইহাও বলেছেন যে, কুরআনের তরতীব আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট (তওকীফী) হওয়ার আর

المختار ان تاليف السور على هذا الترتيب من رسول الله لحديث واثلة اعطيت مكان التوراة السبع الطوال الحديث قال فهذا الحديث يدل على ان تاليف القرآن ماخوذ عن النبى صلى الله عليه وسلم وانه من ذالك الوقت وانما جمع فى المصحف على شئ واحد لانه قدجاء هذا الحديث بلفظ رسول الله على تاليف القرآن' قال مما يدل على ان ترتيبها توقيفى ماأخرجه احمد وابوداود عن اوس بن ابى اوس وحذيفة الثقفى قال كنت فى الوفد الذين اسلموا من ثقيف الخ قال فهذا يدل على ان ترتيب السور على ماهو فى المصحف الان كان على عهد رسول الله' قلت ومما يدل على انه توقيفى كون الحواميم رتبت ولاء وكذا الطواسين ولم يرتب سبحات ولاء بل فصل بين سورها وفصل بين طسم الشعراء وطسم القصص. بطس مع انها اقصر منها ولوكان الترتيب اجتهاديا لذكرت السبحات ولاء واخرت طس عن القصص'

একটী প্রমাণ আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক উল্লিখিত আওস বিন আবি আওস ও হুযায়কা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটীও (এ হাদিস পূর্ববর্তী সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে)। কারণ এ হাদিস প্রমাণ করছে যে, কুরআনের স্থরতসমূহ যেভাবে বর্তমানে আমরা কুরআনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেভাবেই রস্থলুল্লাহর (দঃ) যুগেও ছিল। ইমাম সয়ূতী বলেন, কুরআনের স্থরত সমূহের তরতীব তওকীফী হওয়ার একটী প্রমাণ এই যে, যেসব স্থরতের প্রারম্ভে حم আছে সেগুলি পরপর সাজানো আছে। অনুরূপভাবে যেসব স্থরতের প্রারম্ভে طس আছে সেগুলিও পরপর সাজানো আছে। কিন্তু যেসব স্থরতের প্রারম্ভে يسبح অথবা سبح আছে সেগুলি পরপর সাজানো নাই বরং উহাদের মাঝে অন্যান্য স্থরতকে স্থান দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে স্থরত "আশ্‌শুয়ারা" ও স্থরত "আল কাসাস"যা طسم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে তাদের মাঝখানে طسকে (স্থরত আন্‌নামল) অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়া সত্ত্বেও স্থান দেওয়া হয়েছে। যদি কুরআনের তরতীব মানুষের কপোলকল্পিত হ'ত তহলে যেসব স্থরতের প্রারম্ভে سبح অথবা يسبح আছে সেগুলিকে একই সঙ্গে পরপর সাজানো হত এবং স্থরত আন্‌নমলকে (طس) স্থরত আলকাসাসের পরে স্থান দেওয়া হত। (ইতকান ১৪৭—১৪৮ পৃঃ)

৯। ইবনে হাযম যাহেরী (মৃঃ ৪২০ হিঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, কুরআনের আয়ত সমূহের বণ্টন ও স্থরতসমূহের তরতীব মানুষের কপোলকল্পিত, ইহা রস্থলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশানুসারে করা হয়নি. সে একজন আস্ত জাহেল, মিথ্যাবাদী ও অপবাদকারী। সে কি আল্লাহ তাআলার এই বাণী শুনেনি, "আমরা যখনই কোন আয়াত রহিত করি অথবা ও ভুলাইয়া দেই তখনই তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা

والقول بان تقسيم ايات القرآن وترتيب سوا ضع سوره شيئ فعله الناس ليس هو من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب هذا الجاهل وانكر ا تراه ما سمع قول الله تعالى ماننسخ من اية اوننسها نات بخير منها اومثلها وقول رسول الله فى اية الكرسى واية الكلالة والخبر انه كان يامر

www.ahlehadeethbd.org

مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام قد انتشر وظهر فى جميع جزيرة العرب من منقطع البحر المعروف ببحر القلزم مارا الى سواحل اليمن كلها الى بحر فارس الى منقطعه مارا الى الفرات ثم على ضفة الفرات الى منقطع الشام الى بحر القلزم وفى هذه الجزيرة من المدن والقرى مالا يعرف عدده الا الله كاليمن والبحرين وعمان ونجد وجبل طى وبلاد مضر و ربيعة وقضاعة والطائف ومكة كلهم قد اسلم وبنوا المساجد ليس فيها مدينة ولا قرية ولا محلة لاعراب الا وقد قرى فيها القرآن فى الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء وكتب ثم ولى ابوبكر سنتين وستة اشهر فغزا فارس والروم وفتح اليمامة وزادت قرأة الناس للقرآن ولم يبق بلد الا وفيه المصاحف ثم مات ابوبكر وولى عمر ففتحت بلاد الفرس طولا وعرضا وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد الا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الائمة القرآن وعلمه الصبيان فى المكاتب شرقا وغربا وبقى كذلك عشرة اعوام

উপকূল পর্যন্ত এবং পারস্য সাগর হ'তে ফোরাত নদী পর্যন্ত। পুনশ্চ ফোরাত নদীর উপকূল হতে সিরিয়ার চৌহদ্দী পার হয়ে বাহরে কুলযুম পর্যন্ত। এই উপদ্বীপে অসংখ্য শহর ও গ্রাম অবস্থিত ছিল যার সংখ্যা এক-মাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। যেমন ইয়ামান, বাহ-রায়ন, ওমান, নাজদ জবলে তাই; মুখার, রবিয়াহ, কুবা'আহ ইত্যা, দির আবাসভূমি তায়েফ, মক্কা, ইত্যাদি শহর। এ সমস্ত বায়গার অধি-বাসীরা সকলেই ইস-লাম গ্রহণ করেছিল এবং মসজিদও নির্মাণ করেছিল। এদের মধ্যে এমন কোন শহর গ্রাম অথবা মহল্লা ছিলনা যেখানে নমাযে কুরআন পঠিত না হত। তা'ছাড়া উল্লিখিত স্থান সমূহের অধি-বাসীরা তাদের ছেলে মেয়ে, নর-নারী সবাই-কে কুরআন শিক্ষা দিত ও উহা লিপিবদ্ধ করত। অতঃপর হয-রত আবুবকর (রঃ)

اذا نزلت الاية ان تجعل فى سورة فى موضع كذا ولو ان الناس رتبوا سوره لما تعدوا احد وجوه ثلثة اما يرتبوها على الاول فالاول نزولا'

তৎসমতুল্য অন্য কোন আয়াত আনিয়া থাকি"। সে কি আয়াতুল কুরসি ও নিঃসন্তান ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধীয় আয়াত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহর বাণী শ্রবণ করেনি? সে কি এ হাদিস অবগত নয় যে, যখনই কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখনই রসূলুল্লাহ (দঃ) এ নির্দেশ দিতেন যে এ আয়াতকে অমুক সুরতের অমুক স্থানে সন্নিবেশিত কর? যদি সুরতসমূহের তরতীব অন্যান্য লোকেরা দিত তা হলে তারা নিম্নলিখিত ত্রিবিধ ব্যবস্থার যে কোন একটী অবলম্বন করত।

হয়ত তারা (ক) অগ্রে অবতীর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে আয়ত সমূহকে তরতীব দিত (খ) অথবা সর্ববৃহৎ সুরতকে প্রথমে তার-পর অপেক্ষাকৃত ছোট তারপর তদপেক্ষা ছোটটী (গ) অথবা সর্ব ছোটটী প্রথমে তারপর তদপেক্ষা বড়টী তারপর তদপেক্ষা বড়টী কিন্তু এ তিনটীর কোন টীই যখন অবলম্বিত হয়নি তখন বোঝা যাচ্ছে যে, এ তরতীব মানুষের কপোলকল্পিত নয়। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ঐ তরতীব তাঁ-হযরতের (দঃ) আদেশ মোতাবেক হয়েছে এবং ইহা "আল্লাহ কর্তৃক তরতীব দেওয়া" কথাটীর বিপরীত নয়। এ মত ছাড়া অন্য কোন মতই সিদ্ধ নয়। (কিতাবুল ফসল, ৪র্থ খণ্ড, ২২১ পৃঃ)

اما ان يرتبوها على الاول فالاول نزولا او الاطول فما دونه او الاقصر فما فوقه' فاذ ليس كذالك فقد صح انه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لايعارض عن الله عزوجل لايجوز غير ذالك اصلا'

উল্লিখিত হযরত হাযম যাহেরী তাঁর কিতাবুল ফসল ২য় খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় কুরআনের বিভিন্ন প্রতিলিপি (نسخ) সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন সেটী আরও স্পষ্ট, আরও অখণ্ডনীয়। তিনি বলেছেন :— রসূলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুকালে ইসলাম সমগ্র আরব উপদ্বীপে অর্থাৎ বাহরে কুলযুম নামে পরিচিত সমুদ্র হ'তে ইয়ামনের

www.ahlehadeethbd.org

খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং আড়াই বছর পর্যন্ত এ কাজ আনজাম দেন। তিনি পারস্য ও রোমানদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ইয়ামামা পদানত করেন। এ সময় কুরআনের পঠন আরও বৃদ্ধি পায় এবং এমন কোন শহর ছিলনা যেখানে কুরআনের প্রতিলিপি (copy) মওজুদ ছিল না। অতঃপর আবুবকরের মৃত্যু হলে উমর (রঃ) খলিফা হন। এ সময় পারস্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত এবং সমগ্র সিরিয়া ও মিসর বিজিত হয়। এ সময়ও এমন কোন শহর ছিলনা যেখানে কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি এবং কুরআনের কোন প্রতিলিপি নকল করা হয়নি। মসজিদের ইমামগণ কুরআন পাঠ করতেন এবং তদানীন্তন মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বালক বালিকাদেরকে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এভাবে দশ বছর আর কয়েক মাস অতিবাহিত হয়।......উমরের মৃত্যুকালে মিসর, ইরাক, সিরিয়া, ইয়ামান এবং সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের মুসলমানদের নিকট ন্যূনপক্ষে কুরআনের একলক্ষ প্রতিলিপি (نسخه) মওজুদ ছিল, তার কম কিছুতেই নয়।

واشهرا وان لم يكن عند المسلمين اذمات عمر مائة الف مصحف من مصر الى العراق الى الشام الى اليمن فمابين ذلك فلم يكن اقل'

১০। অসুলে ফিক্‌হের বিখ্যাত গ্রন্থ মুসাল্লামুস্‌ সবুত পুস্তকের ব্যাখ্যায় বাহরুল উলুম মোল্লা আবদুল আলী লিখেছেন: সঠিক পথের অনুসারীদের মত এই যে, প্রত্যেক সূরতের আয়াত সমূহের তরতীব তওকীফী অর্থাৎ আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের আদেশানুক্রমে সম্পাদিত হয়েছে।...

اجمع اهل الحق على ان ترتيب آى كل سورة توقيفى بامر الله وبامر الرسول... والمحققون على ان ترتيب السور من امر الرسول (صلى الله عليه وسلم)

এবং সূরত সমূহের তরতীবও রসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশানুক্রমে সম্পাদিত হয়েছে।

১১। শিয়া মতাবলম্বী "মুজতাহেদ" মওলবী সাইয়েদ মুহাম্মদ "তানকীহুল কুরআন" নামক পুস্তকে সাইয়েদ মুর্তযা সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন: রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগে কুরআন ঠিক এই ভাবেই একত্রিত ও সংহিতাকারে নিবদ্ধ ছিল যেমন বর্তমানে আছে।

ان القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعا مولفا على ماهو عليه الآن'

(আবদুললতিফ; তারিখুল কুরআন; রহমানীয়া প্রেস মুঙ্গের; ১০১ পৃঃ)

১২। শিয়া মতাবলম্বী মুহাম্মদ বিন আলহাসান 'আমুলী' লিখেছেন, যাঁরা ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থাদির অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, কুরআন পৌনঃপুনিকের উচ্চতম মানের অধিকারী; সহস্র সাহাবা উহাকে মুখস্থ করেছিলেন এবং নকলও করে ছিলেন। উহা রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগেই সংগৃহীত ও সংহিতাকারে নিবদ্ধ হয়েছিল।

هركسے كه تتبع اخبار وتفحص تاريخ وآثار نمود بعلم يقين ميداند كه قرآن درغايت واعلى درجه تواتر بوده وآلاف صحابه حفظ ونقل مى كردند' آن در عهد رسول خدا مجموع ومولف بود'

(চলবে)

Contents

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্তাছের আহমদ রহমানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩৪৫] হযরত আনস বিন মালেক [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে,

قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وفى رواية الحاكم فى الار بعين بالاسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب

রসূলুল্লাহ [দঃ] যখন দ্বিপ্রহরের [সূর্যঢলার] পূর্বে সফরে বহির্গত হইতেন তখন যোহরের নমায আসর পর্যন্ত পিছাইয়া দিতেন, অতঃপর আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রিত করিয়া সমাধা করিতেন। পক্ষান্তরে বহির্গত হওয়ার পূর্বেই যদি সূর্য ঢলিয়া পড়িত তখন যোহর—হাকীমের বর্ণনাসূত্রে—যোহর ও আসর একত্রিতভাবে সমাধা করতঃ সফরে গমন করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। আবুনুআইম স্বীয় মুসনদের ইসতিখ্রাজে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যখন হযরত সফরের ইরাদা করিতেন এবং সূর্য ঢলিয়া পড়িত তখন তিনি যোহর এবং আসরের নমায একত্রিতভাবে সমাধা করিয়া অতঃপর বহির্গত হইতেন।

৩৪৬] হযরত মাআয বিন জবল [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ [দঃ] সহিত তবুক সংগ্রামে ছিলাম তখন তিনি যোহর এবং আসর একত্রিতভাবে আর মগরিব এবং ঈশার নমায একত্রিত ভাবে সমাধা করিতেছিলেন।—মুসলিম।

قال خرجنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا'

৩৪৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মক্কা হইতে উছফান পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায় চারি বরীদের (বার-মাইল) কম দূরত্বে নমায কছর করিওনা।—দারকুত্নী দুর্বলসূত্রে। প্রকৃত কথা এই যে, ইহা মওকুফ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে খুযায়মাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। [এই হাদীসের সূত্রে আবদুল ওয়াহাব নামক জনৈক পরিত্যক্ত রাবী রহিয়াছেন। ইমাম ছওরী তাহাকে মিথ্যুক বলিয়াছেন এবং ইমাম আযদী তাহার হাদীস গ্রহণ করা হারাম বলিয়াছেন।—অনুবাদক]

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتقصروا الصلوة فى اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان'

৩৪৮) হযরত জাবের (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহারা যাহারা (কোনরূপ) পাপে লিপ্ত হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং প্রবাসী হইলে নমায কছর করে আর রোযা ইফ্তার করিয়া থাকে।—তবরানী স্বীয় আওছত গ্রন্থে দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বয়হকীতে উহা ছঈদ বিন মুছাইয়েবের মুরসাল বর্ণনাসমূহের অন্তর্গত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير امتى الذين اذا اساؤا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا'

২৪৯) হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার অর্শ রোগ ছিল,

كانت بى بواسير فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلوة

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুতরাং আমার নমায সম্বন্ধে আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, নমায পড়িতেই হইবে, সক্ষম হইলে দাঁড়াইয়া, না হইলে উপবেশন অবস্থায় আর তাতেও সক্ষম না হইলে শয়ন করিয়া হইলেও নমায সমাধা করিতে হইবে।—বুখারী।

فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب'

৩৫০) হযরত জাবেরের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) জনৈক রোগীর ইয়াদত (পরিচর্যা) করিতে গমন করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, সেই রোগী নমায পড়িতেছে এবং বালিশের উপর সিজ্‌দা করিতেছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) বালিশটি দূরে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যদি সক্ষম হও তাহাহইলে মাটিতে সিজ্‌দা কর আর যদি তাহাতে সক্ষম না হও তাহা হইলে ইংগিত করিয়া সিজ্‌দা করিতে থাক এবং সিজ্‌দাকে রুকু' অপেক্ষা অধিক নিচু করিয়া ইংগিত করিও —বয়হকী। আবুহাতিম ইহার মওকুফ হওয়াকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال عاد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مريضا فرآه يصلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاوم ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك'

৩৫১) জননী আয়েশার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন আমি রসূলুল্লাহ (দঃ)কে আসন পাতিয়া উপবেশন করতঃ নমায সমাধা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—নাসায়ী, ইমাম হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قالت رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى متربعا'

১২শ পরিচ্ছেদ

জুমা'র নমাযের বিবরণ :

৩৫২) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা উভয়েই রসূলুল্লাহকে (দঃ) মিম্বরের উপরে দাঁড়াইয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, মুসলিম সমাজের জুমা'আর নমায পরিত্যাগ করার অভ্যাস পরিহার করা একান্ত উচিত অন্যথায় আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দিবেন (কোন সৎ উপদেশ ও সৎকর্ম তাহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেনা) এবং তাহারা গাফেল সমাজভুক্ত হইয়া পড়িবে।—মুসলিম।

انهما سمعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين'

৩৫৩) হযরত ছালমা বিন আকওয়া' (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত জুমা'আর নমায সমাধা করার পর প্রত্যাবর্তন করিতাম এবং তখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য দেওয়ালের একটু ছায়াও হইতনা। (অর্থাৎ যথাসময়েই জুমা'আর নমায পড়া হইত একটুও বিলম্ব করা হইতনা।)—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় 'সূর্য ঢলিয়া পড়ার পর আমরা হযরতের সহিত জুমা'আর নমায পড়িতাম। অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে ছায়া অন্বেষণ করিতাম' বর্ণিত হইয়াছে।

كنا نصلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به'

৩৫৪) হযরত ছাহল বিন ছা'দ (রাযিঃ) রেওয়াত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) যুগে আমরা জুমা'আর নমাযের পূর্বে আহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করিতাম না বরং উহার পরই উহা করিতাম।—বুখারী ও মুসলিম।

ماكنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة وفى رواية فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم'

৩৫৫) হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, একদা নবী করীম (দঃ) দাড়াইয়া খুৎবা প্রদান করিতেছিলেন, এমনি সময় সিরিয়া হইতে একটি (ব্যবসায়ী) কাফেলা (মদীনায়) আগমন করিলে সমস্ত লোক তাহাদের

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا اثنى عشر رجلا'

www.ahlehadeethbd.org

নিকট গমন করিল। শুধু বারজন লোক অবশিষ্ট থাকিল।—মুসলিম

৩৫৮) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমা'আ অথবা অন্য কোন নমাযের এক রাকাআৎ (জমাআতে) প্রাপ্ত হইবে তাহার পক্ষে উহার সহিত অপর রাকাআৎ মিলান উচিৎ এবং ইহাতে তাহার নমায পূর্ণ হইবে। —নাছায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারকুতনী শব্দগুলি দারকুতনী হইতে গৃহীত, ইহার সনদ বিশুদ্ধ কিন্তু আবু হাতিম ইহার মুরসল-হওয়াকেই "শক্ত" বলিয়াছেন।

৩৫৭] হযরত জাবের বিন ছামুরার [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম [দঃ] দাঁড়াইয়া খুৎবা প্রদান করিতেন, অতঃপর কিঞ্চিৎ উপবেশন করিতেন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়াইয়া খুৎবা প্রদান করিতেন। —অতএব যদি তোমাকে কেহ বলে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] উপবেশন অবস্থায় [দুআআর] খুৎবা প্রদান করিতেন সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী।—মুসলিম।

৩৫৮] হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] যখন খুৎবা প্রদান করিতেন তখন তাঁহার পবিত্র নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত, কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং ক্রোধভাব তীব্র আকার ধারণ করিত, তাঁহার অবস্থা এইরূপ হইত যেমন তিনি কোন পরাক্রান্ত সৈন্য হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন যে, সাবধান হও সকালে অথবা বিকালে তোমাদের প্রতি এক মহা পরাক্রান্ত সৈন্য আক্রমণ করিবে, অতএব তোমরা আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তিনি [দঃ] [হামদ না'তের পর] বলিলেন, বস্তুতঃ উত্তম হাদীস হইতেছে আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম হিদায়ত হইতেছে মোহাম্মদের [দঃ] হিদায়ত। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কার্য হইতেছে নবাবিষ্কৃত নূতন কাজ[১] এবং সমস্ত নূতন কার্যই ভ্রষ্টতাপূর্ণ।—মুসলিম, অপর বর্ণনাতে নবী (দঃ) জুমাআর দিবসে খুৎবায় আল্লাহর হামদ ছানা পাঠ করতঃ আরম্ভ করিতেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া যাইত—তিনি বলিতেন, আল্লাহ যাহাকে হিদায়ত দান করেন তাহাকে অপর কেহ গোমরাহ করিতে পারিবেনা এবং যাহাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন কেহ তাহাকে হিদায়ত দান করিতে পারিবেনা। নাছায়ীর বর্ণনাতে "সমুদয় গোমরাহী নরকে" বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩৫৯) হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি ইর্শাদ করিয়াছেন, নমাযকে দীর্ঘ করা এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা (খতীব) ব্যক্তির—ইমামের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।—মুসলিম।

৩৬০) হযরত উম্মে হেশাম বিনতে হারেছা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রতি জুমাআর খুৎবায় যখনই খুৎবা দিতেন তখনই তিনি সূরা

الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته — من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار'

১) শরীঅতের কোনরূপ নির্দেশ-বহির্ভূত ইবাদত পর্যায়ভুক্ত নূতন আবিষ্কৃত কার্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাফ পাঠ করিতেন, আমি তাঁহার তেলাওয়াত শ্রবণ করিয়াই উক্ত সূরা কণ্ঠস্থ করিয়াছি।—মুসলিম।

৩৬১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তি জুমআ দিবসে ইমামের খুৎবা প্রদান কালে কথা বলে সে কেবল বোঝা বহনকারী গর্দ্দভের ন্যায় এবং যেব্যক্তি তাহাকে বলিবে, "নিশুদ্ধ হও", সে জুমআর কিছুই ছওয়াব প্রাপ্ত হইবেনা। আহমদ গ্রহণীয় সনদে ইহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং এই হাদীস আবুহুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা করিতেছে।—বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আবুহুরায়রার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, যদি তোমার সঙ্গীকে জুমাআর নমাযের সময় ইমামের খুৎবা প্রদান কালে বল 'নিশুদ্ধ হও', তাহাহইলে তুমি অনর্থক কাজ করিলে। (অর্থাৎ এরূপ অনর্থক কার্য করিলে যাহাতে তুমি জুমাআর পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইলে।)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذى يقول له انصت ليست له جمعة'

اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت'

৩৬২) হযরত জাবের [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, জুমআ দিবসে রসূলুল্লাহর [দঃ] খুৎবা প্রদানের সময় জনৈক ব্যক্তি মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িল। রসূলুল্লাহ [দঃ] তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নমায পড়িয়াছ কি? সে বলিল, না। রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন, তাহাহইলে তুমি দাঁড়াইয়া দুই রাকাআত নমায সমাধা কর[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

دخل رجل يوم الجمعة والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين

৩৬৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] জুমআর নমাযে [প্রথম রাকাআতে] সূরা জুমআ এবং [দ্বিতীয় রাকআতে] সূরা আলমুনাফেকুন পাঠ করিতেন।—মুসলিম। মুসলিমের অপর বর্ণনাতে নো'মান বিন বশীরের [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ [দঃ] দুই ঈদ এবং জুমআতে ছব্বিহিছমা রাব্বিকাল আ'লা আর হালআতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ পাঠ করিতেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فى صلوة الجمعة سورة الجمعة واذا جاءك المنافقون

৩৬৪) হযরত যয়দ বিন আরকম [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম [দঃ] [জুমআ দিবসে] ঈদের নমায সমাধা করিলেন। অতঃপর জুমআ সম্বন্ধে বলিলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে জুমআও সমাধা করিতে পারে[২]।

صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العيد ثم رخص فى الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل'

১) জুমআ দিবসে ইমামের খুৎবা দানকালেও তাহাইইয়াতুল মস্‌জিদ আদা করার অপরিহার্যতা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুসলিম, আহমদ ও আবুদাউদ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যখন তোমাদের কেহ জুমআর নমাযে উপস্থিত হয় এবং ইমাম খুৎবা দিতেছেন এমন সময়ও অতি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নমায আদা করা উচিত। যাহারা মস্‌জিদে প্রবেশ করতঃ প্রথমে কিছুক্ষণ বসিয়া পরে দাঁড়াইয়া সুন্নত পড়েন এই হাদীসের দ্বারা তাহাদের এবম্বিধ কার্যের প্রতিবাদ হইতেছে। বস্তুতঃ যখনই মস্‌জিদে উপস্থিত হওয়া যায় তখন উপবেশন করার পূর্বেই দুই রাকআত নমায আদা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।—অনুবাদক।

২) জুমআ এবং ঈদ এক দিবসে উপস্থিত হইলে ঈদের নমায সমাধা করার পর পুনরায় জুমআর নমায পড়িতে হইবে কি না, এ সম্বন্ধে ওলামাবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত হাদীসের মর্ম ব্যাপক হইলেও অন্যান্য হাদীসগুলিকে একত্রিত করিয়া আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, যাহারা মস্‌জিদ হইতে এতদূরে অবস্থান করে যে, ঈদের নমায সমাপনান্তে বাসস্থানে গমন করতঃ পুনরায় জুমআর নমাযে আগমন করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব না হইলেও সহজসাধ্য নহে এরূপ লোকদের জন্য হযরত উক্ত দিবসে জুমআর নমায না পড়ার অনুমতি

www.ahlehadeethbd.org

৩৬৫) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যখন তোমাদের কেহ জুমাআর নমায (ফরয) সমাপ্ত করিয়া ফেলে তখন তাহার পক্ষে উহার পর চারি রাকাআত সুন্নত সমাধা করা উচিত। —মুস্লিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصل بعدها اربعا'

৩৬৬) হযরত ছাইব বিন এযীদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাহাবী মু-আবিয়া (রাযিঃ) বলিয়াছেন, জুমাআর নমায সমাপ্ত করিলে যতক্ষণ বাক্যালাপ অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই স্থানে অপর নমাযকে জুমাআর সহিত মিশ্রিত করিওনা, কারণ রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে নির্দেশ দান করিয়াছেন যেন আমরা এক নমাযকে অপর নমাযের সহিত মিশ্রিত না করি।—মুস্লিম।

ان معاوية رضى الله تعالى عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلوة حتى تتكلم اوتخرج فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا بذلك ان لانوصل صلوة بصلوة حتى نتكلم اونخرج'

৩৬৭) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তি গোসল করার পর জুমআর নমাযে উপস্থিত হইবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে নমায সমাধা করিবে অতঃপর নীরবে বসিয়া ইমামের খুৎবা শ্রবণ করিতে থাকিবে এবং ইমামের সহিত নমাযও সমাধা করিবে তাহার এই জুমআ হইতে পরবর্ত্তী জুমাআ অধিকন্তু আরও তিন দিবসে যেসমস্ত গোনাহ (ছগীরা) হইবে সেই সমস্তই মার্জনীয় হইবে।—মুস্লিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ماقدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلى معه غفر له مابينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلثة ايام'

৩৬৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) জুমাআ দিবসের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে কিছুক্ষণ সময় রহিয়াছে যেকোন মুসলমান উক্ত সময়ে নমাযে দাঁড়াইয়া (অথবা নমাযের অপেক্ষাকালে) আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাহার দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। হযরত স্বীয় হস্তদ্বারা উক্ত সময়ের স্বল্পতার দিকে ইংগিত করিলেন।—বুখারী ও মুস্লিম। মুস্লিমের বর্ণনাতে "উহা অতিঅল্প সময়" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيأ الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها'

৩৬৯) হযরত আবুবুরদা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি রসুলুল্লাহকে (দঃ) ইর্শাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি সেই নির্দিষ্ট (দোয়া গ্রহণের) সময় ইমামের খুৎবায় উপবেশন করা এবং নমায সমাপ্ত হওয়ার মধ্যেই হইয়া থাকে।—মুস্লিম। দারকুত্নী এই রেওয়ায়তকে আবুবুরদার উক্তি হওয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইবনে মাজা গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন ছালাম কর্তৃক এবং আবুদাউদ ও নাছায়ীতে জাবেরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে উক্ত সময় আছরের নমায হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই হইয়া থাকে।

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هى مابين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلوة

[গ্রন্থকার হাফেযুল ইস্লাম ইবনে হজর আস্কালানী বলেন,] এই সময় সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে, চল্লিশ প্রকার মতের সন্ধান পাওয়া যায় আমরা বুখারীর ভাষ্যে (ফতহুলবারীতে) উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

দিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং এবং মসজিদের নিকটবর্ত্তী অধিবাসীবৃন্দ জুমআ আদা করিয়াছেন। উপরন্তু উল্লিখিত হাদীসের সনদে এয়াছ বিন রমলা নামক জনৈক রাবী সম্পূর্ণ অপরিচিত [মজহুল]। পক্ষান্তরে আলী বিন মদীনী প্রভৃতি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। যাহারা উক্ত দিবসে জুমআর নমাযে শরীক না হওয়ার অনুমতি গ্রহণ করিবে তাহাদের পক্ষে যোহরের নমায অবশ্যই আদা করিতে হইবে, ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত والله اعلم —অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

৩৭০) হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক চল্লিশ অথবা ততধিক ব্যক্তির প্রতি জুমআর নমায ফরয হওয়াই সুন্নত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।—দারকুতনী দুর্বল সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন[১]।

مضت سنة ان فى كل اربعين فصاعدا جمعة'

৩৭১) হযরত ছামুরা বিন জুন্দব (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবীকরীম (দঃ) প্রতি জুমআতে (খুৎবার সময়) মু'মিন নর-নারীদের জন্য দোয়া ইসতেগফার করিতেন।—বয়যার এই হাদীসটি দুর্বলসূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فى كل جمعة'

৩৭২) হযরত জাবের বিন ছামুরার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) খুৎবা প্রদান কালে পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করতঃ লোকদের উপদেশ প্রদান করিতেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان فى الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس'

—মুসলিম ও আবুদাউদ।

৩৭৩) হযরত তারিক বিন শাহাব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি জুমআর নমায অবশ্য পালনীয়। শুধু চার প্রকার লোক ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; দাস স্ত্রীলোক, শিশু এবং রোগী।—আবুদাউদ। ইমাম আবুদাউদ বলেন, তারিক রাবী রসূলুল্লাহ (দঃ) নিকট হইতে কিছুই শ্রবণ করেন নাই এবং হাকিম উক্ত তারিকের সূত্রে আবুমুসার মাধ্যমে উক্ত হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة الا على اربعة مملوك ... صبى ومريض'

৩৭৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রবাসী ব্যক্তির প্রতি জুম'আ আবশ্য (পালনীয়) নহে।—তাবরানী দুর্বল সূত্রে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على المسافر جمعة'

৩৭৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসঊদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন মিম্বরে দাঁড়াইতেন আমরা তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতাম।—তিরমিযী দুর্বল সনদে। ইবনে খুযায়মা বরা' বিন আযিবের সূত্রে এইরূপ যে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হাদীসের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا'

৩৭৬) হযরত হকম বিন হযন (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমরা হযরতের সহিত জুমআতে উপস্থিত হইয়াছি (এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে,) তিনি (দঃ) খুৎবা প্রদানকালে লাঠি অথবা ধনুকের উপর ঠেশ দিয়া দাঁড়াইতেন।—আবুদাউদ।

قال شهدنا الجمعة مع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقام متوكيا على عصا او قوس'

১৩শ পরিচ্ছেদ:

(দুশমনের) ভয়ের সময় নমায পড়ার বিবরণ

৩৭৭) জনাব সালেহ বিন খাওওয়াত জনৈক ছাহাবীর নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যিনি হযরতের (দঃ) সহিত 'যাতুর্রেকা' যুদ্ধে ছালাতে খওফ্

১) এই হাদীসের সনদে আবদুল আযীয বিন আবদুর্রহমান নামক জনৈক রাবী সম্বন্ধে দারকুতনী ও ইবনে হিব্বান কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন সুতরাং ইহার দুর্বলতায় কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত জুমআর নমায ফরয হওয়ার জন্য মুছল্লিদের নির্দিষ্ট সংখ্যা সম্বলিত যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহার সমস্তই অগ্রহণীয়। অতএব জুমআর নমায ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং ইমামের বিদ্যমানতার অপেক্ষা করেনা, মিশরের শর্তেরও কোন প্রমাণ নাই। হিজরতের পর হযরত যে স্থানে সর্বপ্রথম জুমআর নমায আদা করিয়াছিলেন সেইটি ছিল কুবা নামক গ্রাম। মদিনা শহরের রূপ ধারণ করার পূর্বেই থায় হযরত মুছআব বিন উমায়রের (রাযিঃ) ইমামতে জুমআর নমায প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।—আবুদাউদ প্রভৃতি
—(অনুবাদক)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভয়ের (সমরকার) নমায পড়িয়াছেন যে, (সৈন্যদের দুই দলে বিভক্ত করতঃ) একদল রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত নমাযে দাঁড়াইল আর একদল দুশ্‌মনের সম্মুখে কাতার বন্দী করিয়া থাকিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান দলের সহিত এক রাকআত নমায সমাধা করতঃ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং মুক্তাদীগণ নিজে নিজেই দ্বিতীয় রাকআত নমায সমাধা করতঃ গমন করিলেন এবং দুশ্‌মনদের সম্মুখভাগে কাতার করিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বিতীয় দল সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) ইক্তেদা করিলে তিনি তাহাদের সহিত দ্বিতীয় রাকআত নমায সমাপ্ত করিয়া (তশহুদাবস্থায়) উপবেশন করিয়া থাকিলেন এবং দ্বিতীয় দলের লোকেরা নিজেদের জন্য এক রাকাআত নমায পূর্ণ করিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সহিত ছালাম ফিরাইলেন।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত। ইবনে মান্দা কর্তৃক স্বীয় 'আল্‌মা'রেফা' নামক গ্রন্থে এই রেওয়ায়তটি ছালেহ বিন খাওওয়াত আন্ আবীহি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم

৩৭৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত নজ্‌দের দিকে এক যুদ্ধে যোগদান করি। যখন আমরা দুশ্‌মনের সম্মুখীন হইলাম (এবং নমাযের সময় উপস্থিত হইল তখন) আমরা একদল কাতার বাঁধিয়া রসূলুল্লাহর পিছনে দাঁড়াইলাম আর এক দল দুশ্‌মনদের মোকাবেলায় দাঁড়াইল। রসূলুল্লাহর সহিত যাহারা দাঁড়াইয়াছে তাহাদের সহিত তিনি এক রাকাআত নমায পড়িলেন। অতঃপর তাহারা সেই দলের স্থানে চলিয়া গেল যাহারা নমায পড়েনাই এবং তাহারা আগমন করিলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের সহিত দ্বিতীয় রাকাআত নমায পড়িলেন এবং ছালাম ফিরাইলেন কিন্তু মুক্তাদিগণ নিজে নিজে এক রাকাআত পড়িয়া লইলেন।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

غزوت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافقنا هم فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل فجاؤا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل احد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين

৩৭৯) হযরত জাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত ভয়কালীন নমাযে শরীক হইয়াছি। সেই সময় আমরা সকলেই রসূলুল্লাহর পশ্চাতে দুই কাতারে দাঁড়াইলাম। দুশ্‌মন সৈন্য আমাদের এবং কেবলার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। অতঃপর হযরত (দঃ) তকবীর বলিলেন এবং আমরাও তকবীর বলিয়া নমায আরম্ভ করিলাম। অতঃপর তিনি রুকূ' করিলেন এবং তাঁহার সহিত আমরাও রুকূ' করিলাম, তিনি রুকূ' হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং আমরাও মস্তক উত্তোলন করিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার নিকটবর্তী কাতারের মুছল্লীগণ সিজ্‌দায় গমন করিলেন আর পশ্চাতের সারির মুছল্লীগণ দুশ্‌মনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হযরত (দঃ) সিজ্‌দা সমাপ্ত করিলে তাঁহার নিকটবর্তী কাতারের লোক দাঁড়াইয়া গেল—

www.ahlehadeethbd.org

অতঃপর পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর বর্ণনাতে—অতঃপর হযরত [দঃ] ও প্রথম কাতারের লোক সিজদা করিলেন। পরন্তু যখন তাঁহারা দাঁড়াইয়া গেলেন তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সিজদা করিলেন অর্থাৎ প্রথম সারি পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল এবং দ্বিতীয় সারি অগ্রগামী হইল। তারপর রাবী প্রথমোল্লিখিত বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশেষে বলা হইয়াছে, অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) ছালাম ফিরাইলেন আর আমরাও সকলেই ছালাম ফিরাইলাম।—মুসলিম, আবুদাঊদ কর্ত্তৃক আবু আইয়াশ যুর্কীর সূত্রেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্ধিত হইয়াছে যে, এই ঘটনা উস্ফান নামক স্থানে সংগঠিত হইয়াছিল। নাসায়ী হযরত জাবেরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ايضا ركعتين ثم سلم নবী করীম (দঃ) তাহার সহচর বৃন্দের এক দলকে দুই রাকআত নমায পড়াইলেন এবং ছালাম ফিরাইলেন। অতঃপর অপর দলকেও দুই রাকআত নমায পড়াইলেন এবং ছালাম ফিরাইলেন। আবুদাঊদ কর্ত্তৃক হযরত আবুবকরার সূত্রেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে[১]।

৩৮০) হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى صلوة الخوف بهولاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا সৈন্যদের দুই দলের এক দলকে ভয়কালীন নমায এক রাকআত আর অপর দলকে এক রাকআত পড়াইলেন এবং তাহারা অপর রাকআত কাযা করেন নাই। —আহমদ, আবুদাঊদ ও নাসায়ী। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং ইবনে খুযায়মা ইবনে আব্বাসের সূত্রে এইরূপ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

(অধিকাংশ আলেমবৃন্দের মতে উভয় দলই ইমামের সহিত এক রাকআৎ পড়িয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতের পড়া না পড়া কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহাতে ভয়কালীন নমায এক রাকআত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেনা।)

১) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ দঃ) প্রত্যেক দলকে দুই দুই রাকআৎ নমায পড়াইলেন। প্রথমোল্লিখিত দলের সহিত হযরতের নমায ফরয এবং পরবর্তী দলের সহিত তাঁহার নমায ছিল নফল। অতএব এই হাদীসের দ্বারা ফরয সমাধাকারীদের নমায নফল সমাধাকারীর পশ্চাতে জায়েয হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। যাহারা ইহা স্বীকার করেননা তাহাদের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করা একান্ত আবশ্যক। ودونه خرط القتاد -

৩৮১) হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة الخوف ركعة على اى وجه كان ভয়কালীন নমায একরাকআৎ যে-ভাবেই সম্ভবপর হয় (সমাধা করা উচিত)। বয্যার দুর্বল সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে উমর (রাযিঃ) কর্ত্তৃক মরফু'ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভয়কালীন নমাযে ছহ্ও (ভুল) নাই। —দারকুতনী দুর্বল সনদে এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

১৪শ পরিচ্ছেদ ঃ

ঈদের নমাযের বিবরণ

৩৮২) জননী আয়েশা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى الناس বলিয়াছেন সাধারণ মুসলমান (সম্মিলিতভাবে) যে দিন "ইদুল ফিত্র" দিবস পালন করিবে সেইটাই ঈদুল ফেত্র এবং যেদিন তাহারা কুরবানী করিবে সেই দিনই হইতেছে কুরবানী দিবস[১]।—তিরমিযী।

৩৮৩) আবুউমায়র বিন আনস জনৈক ছাহাবীর (রাযিঃ) নিকট হইতে ان ركبا جاؤا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, এক দল লোক [রসূলুল্লাহর] খিদমতে আগমন করতঃ সাক্ষ্য দান করিল যে, তাহারা গতকল্য চন্দ্র দর্শন করিয়াছে। অতঃপর [তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া] রসূলুল্লাহ (দঃ) সকলকেই রোযা ইফতার করিতে এবং আগামী দিবস প্রাতে ঈদগাহে (মুসল্লায়) উপস্থিত হইতে নির্দেশ দান করিলেন।—আহমদ ও আবুদাঊদ; ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

১) যদি কোন সমাজের লোকেরা চেষ্টা করিয়াও ২৯শে তারিখে চন্দ্র দেখিতে পারিলনা এবং তাঁহারা মাসের গুণতি ত্রিশ দিন পূর্ণ না করিয়া ইফতারও করিলনা বরং ত্রিশ দিবস পূর্ণ করতঃ ঈদোৎসব পালন করিল—কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাহারা অবগত হইল যে, মাস উনত্রিশ দিনেই ছিল তবে এমতাবস্থায় তাহাদের ত্রিশ তারীখের রোযা এবং পরবর্তী দিবস ঈদোৎসব পালন করা ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইবে, তাহারা কোনরূপ দোষী হইবেনা এবং একক ব্যক্তি চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করিলেও জনসাধারণের ন্যায় রোযা ও ঈদোৎসব পালন করিবে। ঠিক এইরূপভাবে যদি হজ্জদিবস নির্দ্ধারিত করিতে ভুলবশতঃ এদিক সেদিক হইয়া যায় তাহাহইলে ইহা মার্জনীয় হইবে, এমতাবস্থায় উহা পুনরায় করা আবশ্যক হইবেনা।—অনুবাদক [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

নাইজেরিয়া

—মুহম্মদ আবীমুদ্দীন, এম-এ বি-টি
সহকারী রেজিষ্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নাইজেরিয়া প্রধানতঃ কৃষি প্রধান দেশ হইলেও ইহার খনিজ-সম্পদ অবহেলার বস্তু নহে। নাইজেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মন পাম তৈল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রফতানী হইয়া থাকে। মধ্য নাইজেরিয়ায় যে কোকো উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথিবীর সর্বত্র চকোলেট তৈরীর কারখানায় রফতানী হয়। উত্তর নাইজেরিয়ায় প্রচুর পরিমাণে চীনা বাদাম ও তূলা উৎপন্ন হয়। রেল-পথে এই চীনা বাদাম ও তূলা দক্ষিণ নাইজেরিয়ার বন্দরে পৌঁছিলে সমুদ্র পথে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত মধ্য নাইজেরিয়া বনজ-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী। এই এলাকার বন হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ সংগৃহীত হয় এবং নদী ও সমুদ্র-পথে উহা ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হয়। নাইজেরিয়ার বনে-জঙ্গলে হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, জল-হস্তী, জিরাফ, গরিলা, সিম্পাঞ্জী, প্রভৃতি বৃহদাকারের হিংস্র জন্তু ও অজগর সর্প পাওয়া যায়।

নাইজেরিয়ার খনিজ সম্পদের মধ্যে টিন, কয়লা পেট্রোল ও কলাম্বাইট ধাতু বিশেষ বিখ্যাত। এই কলাম্বাইট ধাতু একপ্রকার উন্নত ধরণের ইস্পাত। ইহার দ্বারা জেট বিমানের দেহ তৈরী হয়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কলাম্বাইট পাওয়া যায়না। ইহা একটি মূল্যবান ধাতু। এক মন কলাম্বাইটের দাম প্রায় দুই হাজার টাকা। প্রতিবৎসর প্রায় ত্রিশ হাজার মন কলাম্বাইট খনি হইতে উত্তোলন করা হয়।

মশা-মাছির উৎপাতের দরুণ দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় গরু-ছাগল, মেষ টিকিতে পারেনা। এই গৃহপালিত পশুগুলি এবং উষ্ট্র যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় উত্তর নাইজেরিয়ায়। উত্তর নাইজেরিয়া হইতে এই পশুগুলি দক্ষিণ নাইজেরিয়ার বাজারে চালান হয় এবং তথাকার মাংস-ভোজীদের রসনা তৃপ্ত করে।

নাইজেরিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও ততটা উন্নত হয়নাই। ইবাদানে একমাত্র ইউনিভারসিটি কলেজটি অবস্থিত। ইহা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। কানোতে একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রহিয়াছে। ডক্টর আজিকিউই সম্প্রতি নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম নাইজেরিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও ততটা উন্নত হয় নাই। ইকদানে একমাত্র ইউনিভারসিটি কলেজটি অবস্থিত। ইহা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। কানোতে একটি টিচার্স ট্রেইনিং কলেজ রহিয়াছে। ডক্টর আজিকিউই সম্প্রতি নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম নাইজেরিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হইলেও সহজলভ্য। আধুনিক শিক্ষায় এই দুইটি অঞ্চল বিশেষ উন্নত। ফলে সিভিল সার্ভিস ও উচ্চতর সরকারী চাকুরীগুলি এই অঞ্চলের লোকদের কুক্ষিগত। ইহার কারণ এই যে, খৃষ্টান মিশনারীরা এই দুইটি অঞ্চলে অনেকগুলি মিশন স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করেন এবং খৃষ্ট ধর্ম ও ইউরোপীয় ভাব ধারা প্রচারের চেষ্টা করেন। অন্য পক্ষে ফুলানী আমীরদের সহিত বৃটিশ সরকারের এই চুক্তি হয় যে, খৃষ্টান মিশনারীরা উত্তর নাইজেরিয়ায় কোনো মিশন

www.ahlehadeethbd.org

স্কুল স্থাপন করিতে পারিবেনা। ফলে উত্তর নাইজেরিয়া আধুনিক শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে উত্তর নাইজেরিয়ায় কতিপয় আধুনিক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে নাইজেরিয়ার স্কুলসমূহের ছাত্র সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতলক্ষ। সম্প্রতি স্যার এরিক য়্যাশ্‌বির সভাপতিত্বে এবং ব্রিটিশ আমেরিকান নাইজেরিয়ান সদস্য সমবায়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন নাইজেরিয়ার শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে একটি দশসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং উহাতে নাইজেরিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সুপারিশ করা হইয়াছে। রিপোর্টে টিচার্স ট্রেইনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, চিকিৎসা, কৃষি, টেকনিক্যাল ও পশু চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি অধিকতর মনোনিবেশের আহ্বান জানান হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে বিদেশ ও মুসলিম দেশসমূহ হইতে শিক্ষক আমদানীর জন্যও রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে।

পূর্বপাকিস্তানের মত নাইজেরিয়ার অধিকাংশ বাশিন্দা গ্রামাঞ্চলে বাস করে। একমাত্র পশ্চিম অঞ্চলে শহরের বাশিন্দার সংখ্যা কিছু বেশী—শতকরা ৩৫। নাইজেরিয়ার ২৭টি শহরের প্রত্যেকটির জনসংখ্যা দশ হাজারের উপর। ইহার মধ্যে ১১টির প্রত্যেকটির জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের ঊর্ধে। ইবাদানের লোকসংখ্যা ৪২০০০০ এবং ইহাই মধ্য আফ্রিকার বৃহত্তম শহর।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত নাইজেরিয়া ফেডারেল রাষ্ট্র তিনটি অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই তিনটি অঞ্চল ২৬টি প্রদেশে বিভক্ত। প্রতিটি প্রদেশ অনেকগুলি স্বয়ং শাসিত ক্ষুদ্রতর ইউনিট সমবায়ে গঠিত। নাইজেরিয়ায় এইরূপ ইউনিট-সংখ্যা প্রায় ১৩০০ শত। উত্তর নাইজেরিয়ার ইউনিটগুলি আয়তনে বড়। পূর্ব অঞ্চলের ইউনিটগুলি ক্ষুদ্রায়তন। এই এলাকার উপজাতীয়দের এক একটি ক্ষুদ্র জনপদ লইয়া এক একটি ইউনিটের সৃষ্টি। উপজাতীয় সরদার কিম্বা আমীরগণ স্ব স্ব এলাকায় স্থানীয় শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ রাজ এ বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন নাই। আযাদ নাইজেরিয়ার ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র এই ইউনিটগুলির ভাগ্য কিরূপে নির্ধারিত করে ভবিষ্যতে তাহা দেখা যাইবে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বীর কেশরী উকবা-বিন নাফে' আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহে তওহীদের বিজয় নিশান উড্ডীন করেন। তারপর তিনি তার আরবী তাজীকে ছুটাইয়া দেন আটলান্টিক মহাসাগরের ঊর্মি-মালার মধ্যে। অতঃপর মহাবীর উকবা দক্ষিণ হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ আস্ফালন করতঃ নীল আসমানের দিকে লক্ষ্য করিয়া আফ্‌সোসের সুরে বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ, তোমার পৃথিবীর স্থলভাগ এই খানে শেষ না হইলে তোমার তওহীদের বাণী আরও দূরান্তরে পৌঁছাইয়া দিতাম!"

বীর-কেশরী উকবা উত্তর-আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। অতঃপর ৭১১ খৃষ্টাব্দে স্পেন-বিজয়ের ফলে মুসলমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির প্রতি। উষর সাহারার অপর পার্শ্বস্থিত নিগ্রো দেশগুলির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে আরও প্রায় তিনশত বৎসর পরে।

কবে কোন্ সালে কি প্রকারে পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ক্রমে ক্রমে মুসলমানরা উত্তর দিক হইতে সাহারা অতিক্রম করিয়া অথবা পূর্বে সুদান হইতে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ডিঙাইয়া নাইজেরিয়ায় প্রবেশ করে। তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে, মিসরের মামলুক সাম্রাজ্য ও মুসলিম স্পেনের পতনের প্রাক্কালে গভীর বনানী সমাকীর্ণ আফ্রিকার এই এলাকায় ইসলামের আলো প্রবেশ করে।

পূর্বে লোহিত সাগর হইতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত মধ্য আফ্রিকার বিরাট ভূখণ্ডে কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতির বাস। ইহাদের ওষ্ঠ পুরু, কেশ-কুঞ্চিত দেহ-বর্ণ মসীকৃষ্ণ। এই বিরাট ভূখণ্ডকে আরবগণ সুদান বা কৃষ্ণকায় জাতির দেশ বলিয়া অভিহিত করিত। অধুনা শুধু মিসরের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত দেশকে

www.ahlehadeethbd.org

নাইজেরিয়ার ভৌগলিক মানচিত্র

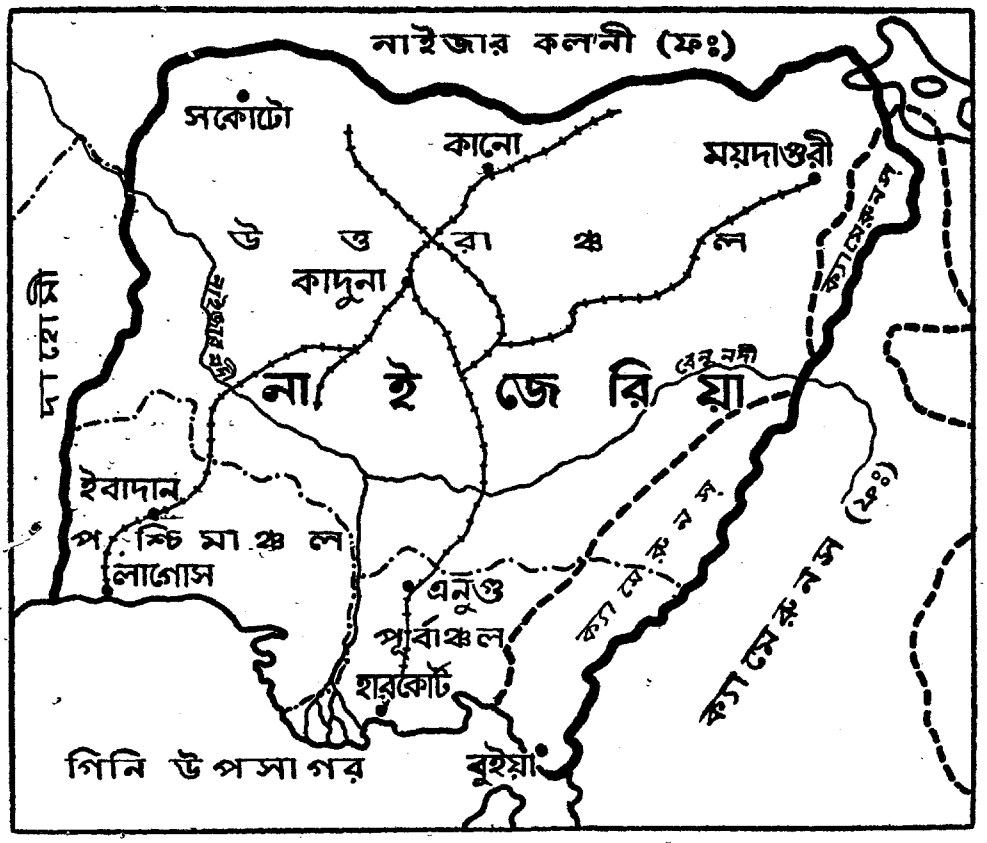

আয়তন: তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা: প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ,

জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলিম।

অধিবাসীরা সাধারণতঃ নিগ্রো।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই নামে অভিহিত করা হয়। মধ্য যুগে নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চল ও তৎসন্নিহিত পশ্চিম আফ্রিকায় পর পর কতিপয় মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়। অষ্টবিংশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সর্বত্র মুসলিম-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ফলে, ইউরোপীয় জাতিসমূহ মুসলিম দেশগুলি দখল করিয়া লয়। বৃটিশ, ফরাসী, জার্মানী, ইটালী, স্পেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি খৃষ্টান শক্তিগুলি আফ্রিকার বিভিন্ন জন-পদে নিজেদের শাসন কায়েম করে।

ইউরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকার দেশগুলিতে শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিজিতদের "আত্মার পরিত্রাণের" জন্য খৃষ্টান মিশনারীদের আমদানী করে। এই সকল মিশন বিপুল অর্থ-বল ও রাজ-শক্তির সহায়তাপুষ্ট হইয়া নিগ্রোদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কোনো সুসংগঠিত মিশন ছিলনা। তবুও ইসলামের তুলনায় নিগ্রোদের মধ্যে ধর্ম-প্রচারে খৃষ্টান মিশনারীরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করে নাই। ইসলামের সাম্য ও ন্যায়-বিচার নিগ্রোদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। যে-কোনো নিগ্রো ইসলাম গ্রহণ করিলেই সে অন্যান্য মুসলমানের সহিত সমাজে সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে তাহারা অর্থানুকূল্য লাভ করিলেও শ্বেতকায়দের সমাজে অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এতদ্ব্যতীত, ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ নিগ্রোদের দাসরূপে বিদেশে চালান করিত বলিয়াও খৃষ্টানদের প্রতি নিগ্রোদের মনোভাব অনুকূল হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ আজও মধ্য নাইজেরিয়ার বিরান এলাকা খৃষ্টান দাস-ব্যবসায়ীদের অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

বল-প্রয়োগ কিম্বা প্রলোভনের দ্বারা নাইজেরিয়ায় ইসলাম প্রসার লাভ করে নাই। বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত খৃষ্টান মিশনারীদের এক রিপোর্ট পাঠে জানা যায়—"ইসলাম প্রচারের জন্য কোনো বিশেষ শ্রেণীর পাদ্রীর প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক মুসলমান এক এক জন মিশনারী। যে কোনো শহরে আধ ডজন খানেক মুসলমান একসঙ্গে কিছুদিন বাস করিলেই যেখানে তাহারা একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমে তাহারা শহর প্রধানের নিকট যাইয়া মসজিদ তৈরীর জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং সম্ভবতঃ তাহাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত করে। তাহারা তাঁহাকে আরবীতে কুরআনের আয়াত শেখায় এবং তিনি যতদূর পারেন তাহা মুখস্থ করেন। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে নামাজ শিক্ষা দেয় এবং মদ্যপান করিতে নিষেধ করে। এর পর আর কি! তিনি ইসলাম কবুল করেন।"

হতাশাগ্রস্ত আর এক পাদ্রী ছাহেব লিখিয়াছেন, "দক্ষিণ নাইজেরিয়ার নাইজার নদীর অববাহিকায় ১৮৯৩ সালে ইসলামের প্রথম প্রবেশ ঘটে। অথচ, ১৯০৮ সালে এই এলাকার একটি শহরে বিশটি ও অপর একটি শহরে বারটি মসজিদ দেখা যাইতেছে।"

অপর একজন পাদ্রী ছাহেব তাহার উপর-ওয়ালাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন, "১৮৯৮ সালে যখন দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় আসি তখন এ-অঞ্চলে মুসলমান তেমন একটা নজরে পড়ে নাই। কিন্তু ক্রমে সর্বত্রই মুসলমানদের দেখা যাইতেছে। এই হারে যদি মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া চলে তবে ১৯১০ সালে এই এলাকায় একজনও আদিম ধর্মাবলম্বী নিগ্রো পাওয়া যাইবেনা।"

এই সময়ের একজন ইউরোপীয় ভূ-পর্যটক তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়াছেন, "নাইজার মোহনা হইতে প্রথম দুইশত মাইল ষ্টীমার যোগে ভ্রমণ কালে তীরবর্তী এলাকায় শুধু প্রেত উপাসনা ও নর মাংস ভোজনের লক্ষ্য সমূহ এবং বিলাতী মদ্যের ব্যবসার প্রসার লক্ষ্য করিলাম। ****ক্রমে লাকোজা পার হইয়া নাইজেরিয়ার মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,—প্রেত উপাসনা বিদায় লইয়াছে; নরমাংস ভোজনের চিহ্নমাত্রও নাই; বিলাতী মদ্যের ব্যবসা অচল হইয়াছে। এই এলাকার বাশিন্দারা রুচিসম্মত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে। প্রত্যেকের চেহারায় উন্নত চরিত্রের মাধুর্য পরিস্ফুট। ইহাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার সভ্য ও সম্মানজনক এবং নৈতিক জীবনের পরিচায়ক। এই সব পরিবর্তনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূলে নিহিত রহিয়াছে একটি মহৎ আদর্শ যাহা নিগ্রো-চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! পাঠকরা শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, এই আদর্শ হইতেছে—ইসলাম।"

ইসলামের মহান শিক্ষা, আদর্শ ও শক্তি সম্পর্কে একজন বিধর্মী ভূ-পর্যটকের এই প্রশস্তি সত্যই অনুধাবন যোগ্য। বিভিন্ন "ইজমের" মার-প্যাঁচে বিভ্রান্ত এযুগের মুসলিম যুবকগণ এই উক্তি হইতে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। বস্তুতঃ খৃষ্টান জাতিরা যখন নিগ্রোদিগকে মদ্য-পানের নেশায় মাতাইয়া মদ্যের ব্যবসায়ে লাভবান হইতেছিল, তখন মুসলমানগণ ইসলামের আদর্শে নিগ্রোদিগকে এক মহৎ নৈতিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। খৃষ্টান শক্তিসমূহ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিলেও নিগ্রোদের আত্মিক উন্নতি বিধান প্রচেষ্টায় মুসলমানদের নিকট তাহাদের পরাজয় ঘটে। আর্নল্ড ছাহেব তার বিখ্যাত গ্রন্থ Preaching of Islam এ বলেন,—দেখা যাইতেছে, আফ্রিকার এই এলাকায় যাহারা ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে কখনই তরবারীর প্রয়োগ করেন নাই।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সর্ব প্রথম পশ্চিম আফ্রিকার সেনিগল এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন মরক্কোর 'মুরাবিত' নামক ধর্মপ্রাণ সম্প্রদায়ের লোকেরা। আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন নামক এক পরহেজগার মুসলমান এই কার্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি সেনিগল নদীর এক দ্বীপে একটি মিশন স্থাপন করেন এবং তাঁর অনুসারীদের ইসলামী আদর্শে জীবন গঠনে অনুপ্রেরণা দান করেন। তাহারা মৌখিক প্রচার অপেক্ষা ব্যবহারিক প্রচারকে প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন। ফলে, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে তাহারা সাফল্যজনকভাবে তওহীদের বাণী প্রচার করেন।

মরক্কো নগরীর স্থাপয়িতা মুরাবিত সুলতান ইউসুফ বিন তাশ্‌ফিনের প্রচেষ্টায় নিগ্রোদের মধ্যে ইসলামের আরও প্রসার লাভ হয়। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে মুরাবিতগণ আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে ঘানা রাজ্য পর্যন্ত ইসলামের সীমা প্রসারিত করেন। ফলে, ঘানার নিগ্রো বাসিন্দারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমে ঘানার পার্শ্ববর্তী সংহে রাজ্যের নিগ্রো শাসনকর্তা ইসলাম কবুল করিলে পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামের আরও প্রসার হয়।

মুসলমানগণ নাইজার নদীর তীরে প্রসিদ্ধ তিম্বাক্তু শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। একদিকে এই শহরটি আভ্যন্তরীন বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়, অন্যদিকে ইহা ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারের প্রধান কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। সেকালে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা ও বিদ্যার্থিগণ এই শহরে আগমন করিতেন। প্রসিদ্ধ ভূ-পর্যটক ইবন্‌-বতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে তম্বাক্তু পরিদর্শন করেন। তিনি এই শহরের নিগ্রো মুসলিমদের কুরআনের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি এবং ধর্মপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, শুক্রবারে খুব সকালে মস্‌জিদে গমন না করিলে মস্‌জিদে স্থান পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার।

পরবর্তীকালে মেন্দিগো জাতীয় নিগ্রোরা ঘানার মুরাবিত সুলতানকে পরাজিত করিয়া ঘানা দখল করে। আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে মেন্দিগোরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদের সম্পর্কে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, "মেন্দিগোরা সভ্য, সৎ, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত।" মেন্দিগোরাই পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সর্বাধিক অগ্রণী হন। উত্তর নাইজেরিয়ার হাউসা নিগ্রোদের ইহারাই ইসলামে দীক্ষা দান করেন। হাউসারা অতঃপর আফ্রিকার দিকে দিকে ইসলামের বাণী-প্রচার করেন। হাউসারা সুসভ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। বাণিজ্য উপলক্ষে ইহারা বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। ইহারা যেকোন এলাকায় যান, সেখানেই নিজেদের সততা ও সদাচারের আদর্শে অন্যদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন। নাইজেরিয়ায় মুসলিম প্রাধান্যের মূলে রহিয়াছে হাউসাদের মহান অবদান। উত্তর নাইজেরিয়ার বিরাট এলাকা জুড়িয়া হাউসাদের বাসভূমি। হাউসা ভাষা নাইজেরিয়ার অন্যতম প্রধান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাষা। এই ভাষা নিগ্রো দেশগুলির ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত আদান প্রদানের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইয়াছে। শারীরিক আকৃতিতে হাউসারা অন্যান্য নিগ্রোদের অপেক্ষা দীর্ঘকায়।

হাউসারা অত্যন্ত সৎ ও পরহেজগার। মরুভূমির আগুনের হল্কার মতো লু হাওয়ার উষ্ণ নিঃশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর হাজার হাজার হাউসা হজ্জব্রত উদযাপনে গমন করিয়া থাকেন। জনৈক ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক হাউসাদের সম্পর্কে বলেন, "গিণি উপকূলে প্রধানতঃ হাউসা ব্যবসায়ীদের দ্বারাই ইসলাম প্রচার হইয়াছে। এই এলাকার সকল বাণিজ্য প্রধান শহরে হাউসাদের গতিবিধি। যেখানেই তাহারা কিছুদিন বসবাস করে, সেখানেই তাহারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর তাহাদের পরহেজগারী এবং উন্নত তাহযীব তামাদ্দুন স্থানীয় আদিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, কালক্রমে গোটা প্রেত-উপাসক সম্প্রদায় ইসলাম কবুল করিয়া উত্তরোত্তর সভ্যতার আওতায় প্রবেশ করে। এজন্য হাউসাদের বিশেষ সাধ্য সাধনা করিতে হয় না।"

৬০ বৎসর কাল ব্রিটিশের আশ্রয়ে থাকিয়াও হাউসারা পাশ্চাত্য জীবন ধারা গ্রহণ করেন নাই। নামে ব্রিটিশের অধীনে থাকিলেও নিজেদের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থায় ইহারা শরীয়তী আইন চালু রাখিয়াছিলেন। নিজেদের এলাকায় ইহারা খৃষ্টান মিশনারীদের মিশন স্কুল খুলিতে দেন নাই।

মেন্দিগোদের পরে উনবিংশ শতাব্দীতে ফুলানী জাতীয় নিগ্রোরা উত্তর নাইজেরিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। ফুলানীরা এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ উছমান দান ফদিয়ো। তাঁহাকে আধুনিক নাইজেরিয়ার জন্মদাতা বলা চলে। তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় রাষ্ট্রনেতা। তিনি বিচ্ছিন্ন ফুলানী উপজাতীয়দের একতাবদ্ধ করিয়া শুধুই যে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহাই নহে, বরং তিনি প্রচলিত ইসলামকে কুসংস্কার মুক্ত করিয়া উহার সংস্কার সাধন করেন এবং নিগ্রোদের মধ্যে নূতন ভাবে ইসলাম প্রচার করেন।

তিনি যৌবনে হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন। মক্কায় তিনি ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। পাক-ভারতের মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সৈয়দ আহমদ বেরেলভি, সৈয়দ নিসারুদ্দীন (তিতুমীর), হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং অন্যান্য সংস্কার প্রয়াসী নেতৃবৃন্দের মতো তিনিও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ইসলামের সংস্কার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

শীঘ্রই গোবেরের নিগ্রো শাসনকর্তার সহিত তাঁহার বিরোধ বাঁধিল। তিনি ফুলানীদের সংঘবদ্ধ করিয়া গোবের দখল করিয়া লইলেন। নিগ্রোরা ইসলাম কবুল করিল। অতঃপর উছমান হাউসা-ভূমির মুসলিম শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া একে একে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। এই সকল শাসনকর্তা নামে মুসলমান হইলেও ইসলামী আইন কানুনকে অবহেলা করিয়া চলিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে প্রজাদের মধ্যেও নীতিহীনতা এবং ধর্মবিমুখতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি ইসলামকে কলুষমুক্ত করিয়া তাহাকে নূতনরূপে নিগ্রোদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। উসমানই নাইজেরিয়ায় ইসলামকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন, ফলে পরবর্তী কালে নাইজেরিয়ায় ইসলাম খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবকে প্রতিহত করিবার শক্তি অর্জন করে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নাইজেরিয়ার সকোটো শহরে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইন্তিকাল করেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ উসমানকে মুজাহিদ ও ধর্ম-পাগলা বলিয়া অভিহিত করিলেও তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার কবর যিয়ারত করার জন্য দেশ-বিদেশের বহু মুসলমান আজও সকোটো শহরে সমবেত হইয়া থাকে এবং ইসলামের একনিষ্ঠ সেবকের রূহের মাগফিরাত কামনা করিয়া থাকে। আজও তাঁহার বংশধরগণ মুসলিম নাইজেরিয়ার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আধ্যাত্মিক ইমাম ও রাজনৈতিক নেতার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।

উসমানের বংশধরগণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনউত্তর ও পশ্চিম নাইজেরিয়া শাসন করিতে থাকেন। তাহাদের কালে নাইজেরিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। নিগ্রোদের মধ্যে এই সময় ইসলাম প্রচারিত হয় এবং ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ীদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নাইজেরিয়া হইতে বহু সংখ্যক নিগ্রো ফুলানী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ইসলাম কবুল করে।

পাক-ভারতের মতো নাইজেরিয়ায়ও ইংরাজরা বণিকের মানদণ্ড হস্তে প্রবেশ করে। পরে অবশ্য "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে শোহালে শর্বরী"।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতো "রয়েল নাইজার কোম্পানী" নামে একটি ব্রিটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাইজেরিয়ায় ব্যবসা শুরু করে। স্থানীয় শাসনকর্তাদের দুর্বলতা ও বিরোধের সুযোগে ইংরাজরা কালক্রমে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন জন-পদ দখল করিয়া লয়। ফুলানীদের মতো একটি শক্তিশালী জাতি নাইজেরিয়ায় বিদ্যমান থাকিতে ইংরাজ-রাজ্য নিরাপদ নহে, এ কথা ইংরাজরা বুঝিয়াছিল। তাই, তাহারা ফুলানীদের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। আধুনিক অস্ত্র বলে বলীয়ান ইংরাজের নিকট ফুলানীরা পরাস্ত হইল। তবে টিপু সুলতান কিম্বা সিরাজুদ্দৌলার মতো ইংরাজরা ফুলানী সুলতানদের স্ব-বংশে নিধন না করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ভার তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজেরা নাইজেরিয়ার সম্পদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ১৯৬০ সালে আযাদী লাভ করা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। আজও ফুলানী সুলতান নাইজেরিয়ার মুসলমানদের অবিসম্বাদিত নেতা। নাইজেরিয়ার প্রধান-মন্ত্রী আলহাজ্জ স্যার আবুবকর বালেওয়া তাফাওয়া সকোটোর সুলতান আলহাজ্জ আহমদ বিল্লার দলভুক্ত ও মনোনীত ব্যক্তি হিসাবেই প্রধান মন্ত্রী-পদে অভিসিক্ত হইয়াছেন।

The Preaching of Islam এর গ্রন্থকার আর্ণল্ড ছাহেব বলেন,—"নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় রাজধানী লাগোসেই দশ হাজার মুসলমানের বাস। শুধু লাগোসেই নহে, আটলান্টিক উপকূলের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতেও বহু সংখ্যক সভ্য মুসলিম নিগ্রোর বাস। সাধারণতঃ ইহারা ফুলানী, মোন্দগো কিম্বা হাউসা-গোত্রের লোক। ইহারা ব্যবসায়ীরূপে অথবা সৈন্যরূপে এই সকল শহরে-বন্দরে বাস করে। উপকূল এলাকার অনুন্নত নিগ্রো সম্প্রদায় ইহাদের চাল চলন, আচার ব্যবহার এবং অন্যরা ইহাদের কতখানি সমীহ করিয়া চলে তাহা লক্ষ্য করে: ইহারা তাহাদের সমজাতীয়; ইহাদের চেহারা, আকৃতি প্রকৃতি তাহাদের মতোই; ইহাদের গাত্র বর্ণও একই, তবুও শুধু ইসলামের শিক্ষাই ইহাদের নব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং ইহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে উন্নীত করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াই নিগ্রোরা ইসলাম কবুল করে। ইহার অবধারিত ফল এই যে, সেনিগল হইতে লাগোস পর্যন্ত দুই হাজার মাইল দূরত্বের মধ্যে একটিও শহর নাই যেখানে একটিও মসজিদ স্থাপিত হয় নাই।"

নাইজেরিয়ার মুসলমানগণ সাধারণতঃ ইমাম মালেকের প্রবর্তিত মযহাবের অনুসারী। নাইজেরিয়ার মুসলমান খুবই পরহেজগার। দুর্গম পথের বাধা-প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিয়া প্রতিবৎসর প্রায় বিশ হাজার নাইজেরীয় মুসলমান হজ্জ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯৫৬ সালে সতের হাজারেরও অধিক মুসলমান হজ্জ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে পনের হাজার আকাশ পথে এবং বাকী স্থল পথে ভ্রমণ করেন। স্থল পথে ভ্রমণ করিতে তিন মাসেরও বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। আর আফ্রিকার পথের দুর্গমতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হজ্জযাত্রীদের দেখা-শোনা করার জন্য নাইজেরিয়ার কানো, সুদানের খার্তুম ও হিজাযের জিদ্দায় নাইজেরিয়া সরকারের হজ্জ অফিস রহিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নাইজেরিয়ার পদস্থ মুসলিমগণ সকলেই হাজী।

নাইজেরিয়ার মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে শরীয়তের আইন প্রয়োগ করা হয়। বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার ব্যাপারে শরীয়তের আইন কার্যকরী করা হয়। মাতা পিতার সম্মতিক্রমে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিম যুবক যুবতীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বরের সঙ্গতি অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করা হয়। সাতদিন যাবৎ বিবাহ উৎসব চলে। মাতা-পিতার সাধ্যানুযায়ী খানা-পিনা ও আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সাতদিন ধরিয়া উৎসবের শেষে পাত্রীর আত্মীয় স্বজন পাত্রীকে লইয়া বরের গৃহে উপস্থিত হয়। বরপক্ষ তাহাদের যথোচিত খাতিরদারী করে। বিবাহিত মহিলারা পর্দার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং প্রয়োজন হইলে সন্ধ্যার পরে আত্মীয় স্বজনদের সহিত দেখা-সাক্ষাতে বাহির হন। আমাদের দেশের মতোই স্ত্রীর খোরাক পোশাকের দায়িত্ব স্বামীর।

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্মদিনে মোল্লাজী 'খোৎবা' পাঠ করেন এবং অষ্টম দিবসে আকীকা ও নাম করণ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। মাতা-পিতা এই উপলক্ষে সাধ্যানুযায়ী দান খয়রাতও করেন। সপ্তম বৎসর বয়সে পুরুষ সন্তানের 'খৎনা' করান হয়। অতঃপর মাদ্‌রাসায় যোগ দিয়া সে কুরআন শিক্ষা শুরু করে। কুরআন পাঠ শেষ হইলে সে ধর্ম সংক্রান্ত বই পুস্তক অধ্যয়ন করে। উত্তর নাইজেরিয়ার মুসলিম বালক বালিকাদের জন্য ইহাই সাধারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

কোন মুসলিমের মৃত্যু হইলে জানাযার নামায অন্তে তাহার লাশ দাফন করা হয়। মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে কবরের পাশে দোওয়া দরূদ পাঠের জন্য মোল্লাজীকে দাওয়াত করা হয়। এই দিন মৃতের রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে তাহার আত্মীয়-স্বজন দানখয়রাত করেন। অতঃপর ৭ম ও ৪০তম দিবসে অনুরূপ অনুষ্ঠানের অনুবৃত্তি করা হয়। গোটা নাইজেরিয়ার মুসলিম সমাজে এই প্রথা প্রচলিত।

সারা নাইজেরিয়ার মুসলমানগণ বিশেষ জাঁকজমকের সহিত ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আযহা ও ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব পালন করিয়া থাকেন। বহু মুসলমান মুহররমের ১০ই তারিখে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। পূর্বে মুহররমের প্রথম দশদিন নাইজেরিয়ার মুসলমানগণ আতশবাজীর অনুষ্ঠান করিতেন। এই প্রথা বর্তমানে উঠিয়া যাইতেছে। মুহররমের ১০ই তারিখে মোল্লাজীরা নিজ নিজ এলাকায় পরবর্তী বৎসরের দুর্ঘটনার তালিকা পেশ করিতেন। তারপর ঐসকল বালা মুছিবৎ দূর করার জন্য ধনী ব্যক্তিদের দান-খয়রাত করিতে বলা হইত। আধুনিককালে এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নাইজেরিয়া একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র। তিনটি আঞ্চলিক আইন পরিষদের সদস্য সমবায়ে ইহার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত। আলহাজ্জ স্যার আবুবকর বালেওয়া তাফাওয়া এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পূর্বাঞ্চলের জননেতা ডক্টর আজিকিউই নাইজেরিয়ার নব নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল। ডক্টর আজিকিউই আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তিনি পূর্বাঞ্চলের রাজধানী অনুগুতে নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। শীঘ্রই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারতাদি নির্মাণের কার্য শুরু হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চরমপন্থী ডক্টর আজিকিউই এবং পশ্চিমাঞ্চলের জননেতা মিঃ ওবাকেসী আওলোও নাইজেরিয়ার আযাদীর জন্য জোর আন্দোলন শুরু করেন। উত্তরাঞ্চলের জননেতাদ্বয় মধ্যপন্থী সারদাউনা আলহাজ্জ আহমদ বেল্লো ও আলহাজ্জ স্যার আবুবকর বালেওয়া তাফাওয়া এই আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়িলে স্বাধীনতা আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হইয়া পড়ে। ফলে নাইজেরিয়া ত্যাগ করিবার জন্য ব্রিটিশ সিংহ লেজ গুটাইতে শুরু করে। লণ্ডনে নাইজেরীয় নেতাদের মধ্যে বৈঠকের পর বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর নাইজেরিয়ার শাসন-কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে সে বিষয়ে অনেক দিন তাহারা একমত হইতে পারেন নাই। আলহাজ্জ আবুবকর নিজেও প্রথমে সম্মিলিত নাইজেরিয়া গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশেষে সম্মিলিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলদ্বয়ের জন্য শতকরা পঞ্চাশ এবং একা উত্তর অঞ্চলের জন্য শতকরা পঞ্চাশটি আসনের ভিত্তিতে একটি ফয়সালা নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্মিলিত নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি পরিষদে ডক্টর আজিকিউইর ন্যাশনাল কাউন্সিল অব নাইজেরিয়া এণ্ড ক্যামেরুন্‌স্" পার্টির সহিত আলহাজ্জ স্যার আবুবকরে "নর্দান পিপল্‌স্ কংগ্রেস" পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের নেতা মিঃ ওবাকেসী আওলোও বিরোধী দলের নেতা হইয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর আবদুল কাদের

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৪। আল-হাকিম

আল-আজীজের মৃত্যুকালে তাঁহার খৃষ্টান স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান অল হাকিম এক বৎসরের বালক মাত্র। তিনি তখন ডুমুরগাছে। আমীর বার্গওয়ান তাঁহাকে তাড়াতাড়ি নামাইয়া আনিয়া মাথায় মণিমুক্তা খচিত পাগড়ী পরাইয়া দরবারে লইয়া আসিলেন। লোকে তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে খলিফা বলিয়া কুর্নিশ করিল, সে দিন মঙ্গলবার। পরদিন তিনি পিতার মৃতদেহ লইয়া সপরিষদ রাজধানীতে ফিরিয়া চলিলেন। রাত্রিকালে উহা প্রাসাদের একটি কক্ষে সমাহিত হইল; বৃহস্পতিবার যথারিতি নূতন খলীফার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বার্গাওয়ান তাঁহাকে হলফ দিলেন। এখন হইতে তাঁহার উপাধি হইল 'বে আমরিল্লাহ'।

সিরিয়ার দ্বন্দ্ব—বার্গাওয়ান ছিলেন স্লাভ খোজা। আলআজিজ তাঁহাকে পুত্রের ওস্তাদ এবং কাজী মুহাম্মদ বিন্ নো'মান ও কাতামা গোত্রের শেখ ইব্‌নে আম্মারকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান। ইব্‌নে আম্মার তখন অল্‌-ওয়াসেতা বা প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়া আমীনুদ্দৌলা (সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্মচারী) উপাধি গ্রহণ করিলেন। ফাতেমিয়া আমলে 'দৌলা' শব্দের ব্যবহার এই প্রথম। তাঁহারা কিরূপে ক্রমে ধর্মের খোলস পরিত্যাগ করিয়া নিছক ঐহিক শক্তিতে পরিণত হইয়া পড়িতেছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

ইবনে নেস্তোরিয়াস ছিলেন সেফারা বা স্বরাষ্ট্র সচিব। ইবনে আম্মার তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া তদীয় পদ হস্তগত করিলেন। ক্ষমতালাভের ফলে বার্গাওয়ান হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে উভয়ের মধ্যে মারাত্মক শত্রুতার সৃষ্টি হইল। ডিলেসীর মতে খলিফাকে হত্যা করিয়া একটী খাঁটী বার্ব্বার রাজ্য স্থাপনই ছিল ইবনে আম্মারের মতলব। ইহা অসম্ভব না হইলেও অনুমান মাত্র। বার্গাওয়ান ইস্‌মাঈলীয়া মতের ভক্ত ছিলেননা; কিন্তু এখন হইতে তিনি অবস্থার চাপে খেলাফতের রক্ষক সাজিতে বাধ্য হইলেন।

জাফর নামে এক খোজা ছিলেন বুআয়হিয়া ভূপতি আদ্বাদুদ্দৌলার ভৃত্য। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা শরীফুদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে তিনি বন্দীহন, কিন্তু পলাইয়া মিশরে চলিয়া আসেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা মঞ্জুতাগিনের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। নিজেকে ও খলীফাকে ইবনে আম্মারের প্রভাবমুক্ত করিবার জন্য বার্গাওয়ান ইহার মারফতে মঞ্জুগিনের নিকট সাহায্য চাহিলেন। তিনি সম্ভাবতঃই বার্ব্বারদের বিরুদ্ধে তুর্কদের পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার রণসজ্জার সংবাদ পাইয়া ইবনে আম্মার সুলায়মান বিন জাফরের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। রমলা বা আস্কালনে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। মঞ্জুতাগিন পরাজিত ও ধৃত হইয়া কায়রোতে প্রেরিত হইলেন। নিজের মতলব হাসেলের জন্য ইবনে আম্মারের তখন দরকার ছিল তুর্ক ও বার্ব্বারদের একত্র করার। কাজেই তিনি মঞ্জুতাগিনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

সুলায়মান এখন সিরিয়ার শাসনকর্তা হইলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা আলীকে সহকারী হিসাবে দিমিশ্‌কে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তাইবেরিয়াসের দিকে যাত্রা করিলেন। দিমিশ্‌কের লোকেরা চিরদিনই উদ্ধত। তাহারা আলীকে দ্বার খুলিয়া দিতে সম্মত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইলনা। অবশেষে সুলায়মান তাহাদিগকে এক ভীতিপূর্ণ পত্র লিখিলে তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। আলীর লোকেরা বহুলোককে হত্যা করিয়া ও নগরের একাংশ জ্বালাইয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লইল।

আল্ আজীজের নীতির অনুসরণে সুলায়মান উপকূলবর্ত্তী শহর গুলিকে গ্রীকদের অগ্রগতিরোধে ব্যবহার করিতে চাহিলেন। শাসনকর্তা জায়শ বর্ব্বর হইলেও সুলায়মান আলীকে ত্রিপোলিসের শাসনভার প্রদান করিলেন। ফলে জায়শ মিশরে গিয়া বার্গাওয়ানের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিশোধের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইলেন।

মঞ্জুতাগিনের প্রতি সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও বার্ব্বার দিগকে খাতির করায় ভাড়াটীয়া তুর্ক সৈন্যরা ইব্নে আম্মারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। ফলে তুর্ক ও বার্ব্বারদের মধ্যে কায়রোর রাস্তায় দাঙ্গা বাধিল। বার্গাওয়ান গোপনে উৎকোচ দিয়া তুর্কদিগকে ইব্নে আম্মারের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিলেন। উজীরের সৈন্যেরা সিরিয়ায় গরহাযির থাকায় তিনি আত্ম গোপনে বাধ্য হইলেন। প্রায় ১১ মাস কর্ত্তৃত্বের পর তাঁহার পতন ঘটিল।

বার্গাওয়ান এখন ওয়াসেতা ও সিফারার পদ গ্রহণ করিলেন। ইবনে আম্মার রাজবন্দীরূপে স্বগৃহে অন্তরীণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াফত হইলনা। কিছু দিন পর তিনি ভ্রমণের স্বাধীনতা এবং দরবারে গমনেরও অনুমতি পাইলেন।

বিবাদের চরম মীমাংসার প্রকৃত চেষ্টা চলিল সিরিয়ায়। বার্গাওয়ানের প্ররোচনায় দিমিশ্কবাসীরা সুলায়মানের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন ও তাঁহার বহু সৈন্যকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে নগরের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। ফলে চতুর্দিকে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হইল। বেদুঈন সর্দার মুফার্‌রাজ বিদ্রোহী হইয়া রমলা হইতে নিষ্ঠুর ভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ওলাকা নামক এক কৃষকের নেতৃত্বে টায়ার বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। গ্রীক সম্রাট আপমিয়া অবরোধ করিলেন। ঝগড়া করিলেও বুর্গাওয়ান এভাবে সিরিয়া হারাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার আদেশে জায়শ এক বিরাট বাহিনী লইয়া কায়রো ত্যাগ করিলেন। রমলায় সুলায়মানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাকে বন্দী করিয়া মিশরে পাঠাইলেন। অতঃপর মিশরীয়রা দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল হুসায়ন বিন আবদুল্লার অধীনে টায়ারের দিকে ছুটিল, জায়শ স্বয়ং মুফার্‌রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

হুসায়নের আগমনে ওলাকা গ্রীক সম্রাটের নিকট সাহায্য চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি একটী নৌ-বহর পাঠাইলেন। কিন্তু এগুলি টায়ারের অদূরে মিশরী নৌ-বহরের নিকট পরাজিত হইল। ইহাতে হতাশ হইয়া টায়ারের লোকেরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিল। হুসায়েন নগর লুণ্ঠন করিয়া ওলাকাকে মিশরে প্রেরণ করিলেন সেখানে তাহার খাল ছাড়াইয়া তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইল।

এদিকে জায়শের উপস্থিতিতে ভয় পাইয়া মফার্‌রাজ পলাইয়া গেলেন। ফাতেমিয়া সেনাপতি পলাতকের অনুসরণ না করিয়া দিমিশ্‌কে প্রবেশ করিলেন। নাগরিকেরা কতকটা নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তিনি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া গ্রীকদের অগ্রগতি রোধে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু আপামিয়রে সম্রাটের হাতে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। মিশরীরা পলায়ন করিলে গ্রীকেরা তাহাদের রসদ পত্রাদি লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল। এমন সময় আহমদ ইবনে আবদুল হক নামক জনৈক কুর্দ্দি যুবক বাশারা গোত্রের কয়েকজন অনুচরসহ সম্রাটের নিকট হাজির হইলেন। ডুকাশ ভাবিলেন কুর্দ্দিরা আত্মসমর্পণের জন্য সেখানে আসিতেছে। কিন্তু আহমদ নিকটে আসিয়াই তরবারীর এক আঘাতে সম্রাটের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ভয় পাইয়া গ্রীকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

এভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয়মাল্যের অধিকারী হওয়ায় মুসলমানেরা আবার একত্র হইল। জায়শ এন্টিয়কের নিকটস্থ জনপদ লুণ্ঠন করিয়া দিমিশ্‌কে প্রস্থান করিলেন। গ্রীকেরা বিতাড়িত হওয়ায় এবার তিনি নাগরিকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ

www.ahlehadeethbd.org

পাইলেন। তাহাদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ভিতরে না আসিয়া নগরের বাহিরে বসিয়া রহিলেন। অনিরমিত্ত সৈন্যগণের নেতারা প্রত্যহ তাঁহার শিবিরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। আহারের পর চিলিমচিতে হাত মুখ না ধোয়াইয়া এজন্য তাঁহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র কক্ষে লইয়া যাওয়া হইত। এভাবে কিছুদিন চলিল। শেষে একদা হঠাৎ ঐ কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে একে একে বাহিরে নিয়া হত্যা করা হইল। পরদিন জায়শ নগরে প্রবেশ করিয়া স্থানীয় সৈন্য দলের আরও কয়েকজন নেতাকে হত্যা করিলেন। বহু প্রসিদ্ধ নাগরিক ধৃত হইয়া মিশরে প্রেরিত ও তাঁহাদের গৃহাদি লুণ্ঠিত হইল।

ইতোমধ্যে কর্কো ও ত্রিপোলীর লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বার্গাওয়ানের সৈন্যেরা তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিল। ফলে সমগ্র ফাতিমিয়া সাম্রাজ্যে হাকিমের হুকুম চলিল। কাতামা ফজল বিন ইসমাঈল টায়ারের, খেজরইবানাশ, কোর্কার, মনসুর, ত্রিপোলীর এবং য্যামলে গাজা ও আস্কালনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এতদপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইল গ্রীক সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ। ইহার ফলে উভয়পক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য এক যুদ্ধ-বিরতিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

তিন বৎসর পর্যন্ত সিরিয়া, হেজায, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার রাজ প্রতিনিধিত্ব করিলেও বার্গাওয়ান আদৌ নিরাপদ ছিলেননা। তাঁহার বিপদ আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে। হাকিম ক্রমে তাঁহার প্রভুত্বে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। হুজ্‌পনি রাজ ছত্রধারী রায়দানের প্ররোচনায় তাঁহার ধারণা হইল, উজীর কাফুরের ন্যায় সাম্রাজ্যের 'ডিক্টেটর' হইতে চাহিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বার্গাওয়ান গর্ব্বস্ফীত হইয়া তাঁহাকে 'চিতাবাঘ' বলিয়া উপহাস করিতেন। ইহা বালক খলিফার প্রাণে বড় বাজিল। একদা কাফুরের বাগিচায় বেড়াইতে বাহির হইলে রায়দান সহসা উজীরের পিঠে বর্শা বসাইয়া দিল; হাকিমের ভৃত্যেরা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইল (১০০০ খৃঃ)।

বার্গাওয়ানের আমলে লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকায় পুনরায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তাহারা দাঙ্গা বাধাইল। জনতা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইয়া উজীর হত্যার প্রতিশোধ দাবী করিল। হাকিম এই গুরুতর বিপদে অপূর্ব সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিলেন। তিনি উন্মত্ত জনতার সম্মুখে হাজির হইয়া কহিলেন "বার্গাওয়ান আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন শুনিয়া আমিই তাঁহাকে অপমৃত করাইয়াছি। আমি এখনও বালকমাত্র। কাজেই আমার প্রতি কঠোর না হইয়া আমাকে সাহায্য করার জন্য আমি তোমাদের নিকট আবেদন করিতেছি"। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইল। ইহাতে লোকের মন গলিয়া গেল। তাহারা আর উচ্চবাচ্য না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

ইহা হাকিমের রাজত্বের পঞ্চম বৎসর; কিন্তু এপর্যন্ত তিনি রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করেন নাই। বার্গাওয়ানের হত্যার পর হইতেই তাঁহার ব্যক্তিগত রাজত্বের সূচনা। তিনি জওহরের পুত্র হুসায়নকে 'কায়দ অল্-কুওয়াদ' (প্রধান নেতা) উপাধি দিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। ফহদ নামক জনৈক খৃষ্টান ছিলেন নূতন উজীরের সহকারী। ১০০৪ খৃষ্টাব্দে ফহদ বিন আবদুল আজীজ হুসায়েন নো'মানীর স্থলে কাযী হইলেন।

১০০০ খৃষ্টাব্দে জায়শের মৃত্যু হইলে ফহল বিন জমিল এবং কয়েকমাস পরে তাঁহারও মৃত্যু ঘটিলে কাতামা আলী ফাল্লাহ সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১০০২ খৃষ্টাব্দে আলেপ্পোর হামদানী ভূপতি শায়ফুদ্দৌলার শ্বশুর লুলু সস্ত্রীক জামাতাকে বিষ প্রয়োগে অপমৃত করিলেন। নিহত আমীরের দুইপুত্র আলী ও শরীফ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদের পিতৃহন্তার হাতে রহিল। দুইবৎসর পরে তাঁহারা সপরিবারে কায়রো প্রেরিত হইলেন। নিমকহারাম লুলু এবার স্বীয় পুত্র মনসুরসহ আমীর উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ফাতিমিয়াদের আশ্রিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে মনসুর একমাত্র আমীর হইলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাকিম তাঁহাকে মুরতাজুদ্দৌলা উপাধি দিলে তিনি মুদ্রা ও খুৎবায় খলীফার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। ফলে আলেপ্পো সুনির্দিষ্টরূপে ফাতিমিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

১০১১ খৃষ্টাব্দে হুসায়েন বিন জওহর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাকিমের জন্য এক প্রবল শত্রুর সৃষ্টি করিয়া গেলেন। তাঁহার প্ররোচনায় মুফার্রিজ ও তৎপুত্র হাসান তাঈ বিদ্রোহী হইলেন। বহু আরব তাহাদের সহিত যোগদান করিল। হাকিম এক বিরাট বাহিনী লইয়া য়্যারাখতাগিনকে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিলেন। হাসান ও মুফার্রিজ গাজা ও আস্কালনের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

তাঁহাদের আকস্মিক আক্রমণে য়্যারাফতাগিন নিহত হইলেন। অতঃপর রমলা অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হইল। খলীফার তর্ৎসনা মূলক পত্রে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারা মক্কার সুলতান হুসায়ন বিন জাফরকে খেলাফৎ গ্রহণে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান করা মাত্রই "আমীরুল মু'মেনীন" বলিয়া সম্বোধিত হইলেন।

হাকিম জমিদারী দানের প্রলোভন দেখাইয়া হাসান ও মুফার্রিজকে আবার পত্র লিখিলেন। এবার তাহারা ফাঁদে পড়িলেন। ফলে নব-ঘোষিত খলীফার সহিত তাঁহার ঝগড়া বাধিল। পরিণামে হুসায়ন বিন জাফর মক্কায় চলিয়া গেলেন। অচিরে হাকাম জাফর বিন ফাল্লাহের অধীনে সিরিয়ায় একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা হাসানকে রমলা হইতে হাঁকাইয়া দিল। তিনি দুই বৎসরকাল নির্বাসনে কাটাইলেন। অবশেষে মুফার্রিজের অনুরোধে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মিশরে একটী জমিদারী দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মুফার্রিজ বিষ প্রয়োগে অপমৃত হইলেন। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে মক্কার সুলতান হাকিমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া খুৎবা ও মুদ্রায় তাঁহার নাম পুনঃ প্রবর্তন করিলেন।

১০১১ খৃষ্টাব্দে ওফারেলের আরব সর্দার কারাবাশ বিন মুখাল্লাদ আব্বাসিয়া খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হুসায়েন ও হাকিমের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। ফলে মোসল, আম্বর, মাদায়েন ও অন্যান্য শহরে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হইল। কিন্তু আব্বাসিয়া খলীফার অভিভাবক বাহাউদ্দৌলা আমীরুল-জয়ুশকে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দেওয়া মাত্রই কারাবাশ সুবোধ বালকের ন্যায় গোস্তাখি মাফ চাহিলেন।

কিছুকাল পরে সিরিয়ায় মিসরের মর্য্যাদা বাড়িল। হাকিম মন্সুরকে সায়ফুদ্দৌলার পৌত্র আবুল হাসানদার বিরুদ্ধে সাহায্য করায় তিনি খলীফাকে করদানে সম্মত হইলেন (১০১৪)। দিমিশ্কের শাসনকর্ত্তা শক্তোগিন শামসুদ্দৌলা ছিলেন ভারি জালিম। তিনি দুর্গের নিকট একটী নূতন সেতু নির্মাণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনিই প্রথমে উহা অতিক্রম করিবেন। সেতু সমাপ্ত-প্রায় হইয়া আসিলে দেখা গেল, জনৈক অশ্বারোহী উহার উপর দিয়া শহরে আসিতেছে। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোকটী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানা পত্র প্রদান করিলে তিনি খুলিয়া দেখিলেন, উহা তাঁহারই বরখাস্তের ফরমান (১০১৮)।

আলেপ্পোতে মুরতাজুদ্দৌলা বহু শত্রুর সৃষ্টি করায় কালব গোত্রের আরবেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিল। তিনি আপোষ রফার ছলে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন; নেতারা ধৃত ও প্রায় সমস্ত বিদ্রোহী নিহত হইল (১০১২)। সালেহ বিন মাদাস নামক জনৈক নেতা উষ্ণ দ্বারা শিকল ঘষিয়া কারাগৃহ হইতে পলাইয়া গেলেন (১০১৫)। তাঁহার অনুচরেরা সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুর্তাজ তাঁহাকে দমন করিতে গিয়া বন্দী হইলেন। সালেহ ছিলেন প্রকৃতই শান্তিকামী। তাঁহাকে ১৫০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১২০০০ পর্যন্ত রৌপ্য, ৫০০ বস্ত্র ও আলেপ্পো রাজ্যের অর্দ্ধেক দেহ কন্যা দান করিলে এবং আরব বন্দীও বন্দিনীগিকে ছাড়িয়া দিলে তিনি মুর্তাজকে কারামুক্ত করিতে স্বীকার করিলেন। মুর্তাজ এই সকল অসম্ভব শর্তে রাজী হইয়া মুক্তি পাইলেন, কিন্তু রাজধানীতে গিয়া কন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ দানে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। সালেহ ক্রুদ্ধ হইয়া আলেপ্পো অবরোধ করিলেন। অনাহারে নাকিয়া নাগরিকেরা বাধ্য হইয়া বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিল।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

গৌতম বুদ্ধ ও কুরআনে বর্ণিত "সারেয়ী" ধর্ম

সম্পাদক

কতকগুলি বিশ্বাস, কতকগুলি অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান—এই ত্রিধারার একত্র সমাবেশ-ফলের নামই ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মেরই গোড়াপত্তন হইয়াছে কতকগুলি বিশিষ্ট বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া। এই বিশ্বাসগুলিকে উক্ত ধর্মরূপ সৌধের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসনিচয়ের ঐক্য ধর্মের ঐক্য এবং উহাদের বিভিন্নতা ধর্মের বিভিন্নতার মৌলিক কারণ বলিয়া পরিগণিত। বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই কোন মুসলমান মুশরেক বা কোন মুশরেক মুসলমান হইতে পারেনা। অনুরূপভাবে কোন ইয়াহুদী খৃষ্টান বা কোন খৃষ্টান ইয়াহুদী হইতে পারেনা।

সমস্ত ঐতিহাসিকগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, হযরত আদম (আঃ) মানব গোষ্ঠীর আদি পিতা। তাহার জীবদ্দশায় তদীয় সন্তানগণের একই ধর্মমত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় নানা প্রকার ফেতনা ও ফাসাদের সৃষ্টি হয়। ফলে, আল্লাহর রাজ্য হইতে অশান্তির মূলোৎপাটন করতঃ তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য রসুল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কালাম-পাক ঘোষণা করিতেছে :—

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل عليهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

সমস্ত মানুষ একই মযহাবের অনুসারী ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শুভ সংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রসুলদের তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাহাদেরকে সত্য কেতাব দান করেন যাহাতে উক্ত কেতাবের সাহায্যে তাঁহারা মানুষের মতানৈক্য গুলির যথাযথ ফয়সালা করিতে পারেন।

এই আয়াতের সাহায্যে আমরা তিনটী বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি :—

(ক) মানব-সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে সমস্ত মানুষ একই মতবাদের অনুসারী ছিল।

(খ) পরবর্তী কালে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় তাহারা শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে।

(গ) মানুষের মতানৈক্যই আল্লাহর তরফ হইতে রসুল প্রেরণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রসুলগণ আসিয়া শতধা বিভক্ত মানব গোষ্ঠীকে ইহার পরিণাম ফল সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করিয়া দেন এবং এবং মতানৈক্য পরিহার করিয়া আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারীদেরকে হিরন্ময় ভবিষ্যতের শুভসংবাদ দান করেন। এই সমস্ত রসুলকে মানব গোষ্ঠীর মতানৈক্যের মীমাংসা করিবার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে কেতাব দান করা হয়।

এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ রহিয়াছে যে, যে ধর্মের উপরে প্রাথমিক স্তরের মানব গোষ্ঠি একমত ছিল সে ধর্ম ইসলাম না অন্য কিছু। আবু রায়হান বেরুনী (সংক্ষেপে আল বেরুনী) স্বীয় "কেতাবুল হিন্দ" নামক পুস্তকের ৫৩,৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উক্ত ধর্ম শির্কের ধর্ম ছিল অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের সকল মানুষ মুশরিক ছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রসুল প্রেরণের পূর্বে সকল মানুষ যে মযহাবের উপরে একমত হইয়াছিল তাহা প্রতিমা পূজার মযহব।

حتى قيل ان كون الناس قبل بعثة الرسل امة واحدة هو على عبادة الاوثان

কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উহা ইসলাম ধর্ম ছিল অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের সকল মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিল। ইমাম ইবনে তায়মীয়া "আর-রদ্দ 'আলাল মানতেকীন"

www.ahlehadeethbd.org

নামক স্বীয় পুস্তকে ইবনে আব্বাসের উক্ত কওলটী নিম্নলিখিত ভাষায় নকল করিয়াছেন :—

ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন যে, হযরত নূহ ও হযরত আদমের মাঝে দশ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যবর্ত্তী মানবমণ্ডলীর ধর্ম ছিল ইসলাম।

قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম ইবনে জরীর ও মুহাদ্দেস হাকেমও স্বীয় গ্রন্থদ্বয়ে ইবনে আব্বাসের উক্ত কওলটি নকল করিয়াছেন এবং হাকেম উহার সনদকে সহীহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তফসীরকার ইবনে কসির উক্ত কওলের প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন যে :— কারণ মানবগোষ্ঠি মূর্তি পূজার আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আদমের ধর্মমতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

لان الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الاصنام

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উক্ত মতবাদ দ্বয়ের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাসের মতই অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ। কারণ সাধারণতঃ ছেলে-পেলেরা মাতা-পিতার ধর্ম মতেরই অনুসারী হইয়া থাকে। রসুলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন :— প্রত্যেক শিশুই "ফেত্রতের" ধর্মের উপরে ভূমিষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মাতাপিতারাই পরবর্ত্তীকালে তাহাদেরকে ইয়াহুদী, অগ্নিপূজক অথবা খৃষ্টান করিয়া থাকে। অতএব যেহেতু হযরত আদম (আঃ) মুসলিম ছিলেন সেই জন্য তাঁহার সন্তান সন্ততিগণকেও ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত।

كل مولود يولد على الفطرة وابواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه

মানব গোষ্ঠীর একক ধর্ম ইসলাম হইতে কি করিয়া মানুষ শতধা বিভক্ত হইল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই যে একই মানুষের সব ছেলে পেলে সমান ধার্মিক হয়না। কেহ খুব মুত্তাকি ও ধার্মিক হয় আর কেহ তেমন ধর্মভীরু হয়না। যাহারা অপেক্ষাকৃত কম ধার্মিক তাহারা ধার্মিকদেরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং এই সম্মান প্রদর্শনকেই তাহারা নিজেদের মুক্তির পথ বলিয়া বিবেচনা করেন। ধার্মিকদের ইহলীলা সম্বরণের পর তাহারা তাঁহাদের কবরের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকে এবং কালক্রমে ইহা শির্কের ভূমিকায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া লিখিয়াছেন :—

কবর-ভক্তি ও তারকা পূজা শির্কের প্রথম সোপান। আদম সন্তানের মধ্যে দুইটী কারণে শির্ক অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রথমটী হইতেছে সাধু-সজ্জনগণের কবরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও "তবর্‌রু'কে"র নিমিত্ত তাঁহাদের ফটোগুলির হেফাযত। আদম সন্তানদের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করার ইহাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে তারকা পূজা।

اصل الشرك من تعظيم القبور وعبادة الكواكب والشرك في بني آدم اكثره عن اصلين اولهما تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها وهذا اول الاسباب التي بها ابتدع الادميون الشرك والسبب الثاني عبادة الكواكب

আধুনিক ঐতিহাসিকদের পিতা ইবনে খল্‌দুনও প্রায় উল্লিখিত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,

ঐতিহাসিকগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবী যুগ যুগ ধরিয়া আদম সন্তানগণের দ্বারা আবাদ হইয়া আসিতেছিল। তারপর হযরত নূহের যুগ আসিল। এই যুগের অধিবাসীদের মধ্য হইতে কয়েকজন নবী হইলেন যেমন শিস ও ইদ্‌রীস; আর অল্প সংখ্যক বাদশাহ হইলেন এবং ইহাদের মধ্যেই কয়েকটী দল ধর্মভীরুতার দিক দিয়া নামকরা ছিল যেমন 'কালদানী' ইহার অর্থঃ একত্ববাদী।

واتفقوا على ان الارض عمرت بنسله (آدم) احقابا واجيالا بعد اجيال الى عصر نوح عليه السلام وانه كان فيهم انبياء مثل شيث وادريس وملوك في تلك الاجيال معدودون وطوائف مشهورون بالنحل مثل الكلدانيين ومعناه الموحدون

ইহা সর্ববাদী সম্মত অভিমত যে হযরত আদমের [আঃ] পর তদীয় পুত্র হযরত শীস [আঃ] নবুয়ত প্রাপ্ত হন। [কথিত আছে যে, হিন্দুদের অন্যতম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রধান উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় হযরত শীসের কবর বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অদ্যাবধি দলে দলে লোক ইহার যিয়ারত করিয়া থাকেন।]

হযরত শীসের পর তাঁহার পঞ্চম পিড়িতে গিয়া হযরত ইদরীস নবুওত প্রাপ্ত হন। ইহার এক নাম "আখনুখ" ছিল। ইউনানী ভাষায় তাঁহাকে 'হরমুস' বলা হয়। হরমুস শব্দটির অর্থ জ্যোতির্বিদ। বিখ্যাত আরবী অভিধান আল্‌মুনজেদ বলে: হরমুস জ্যোতির্বিদগণকে বলা হয়। الهرامس علماء النجوم

তাজুল 'অরূসে বর্ণিত হইয়াছে:—হযরত ইদরীসের উপাধি হইতেছে هرمس الهرامسة لقب ادريس শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ।

হযরত ইদরীসকে যে "হরমুস" বলা হইত সে সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু সায়দ বলখী স্বীয় 'কিতাবুল বাদয়ে ওয়াত তারীখে' লিখিয়াছেন:— انزل عليه النجوم والطب واسمه عند اليونانيين هرمس তাঁহাকে জ্যোতিঃ শাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ইউনানীগণ তাঁহাকে 'হরমুস' বলিতেন।

উপরের বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, হযরত ইদরীসের তিনটি নাম যথা: ইদরীস, আখনুখ, ও হরমুস। তাঁহার এক পুত্রের নাম ছিল সাবী। সাবীর দ্বিতীয় নাম ছিল "মতুশলখ" (متوشلخ) সাবীর পুত্রের নাম 'লমক' ও তদীয় পুত্রের নাম নূহ [আঃ]। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ইদরীসের চতুর্থ পিড়িতে গিয়া নূহের জন্ম এবং সাবী বা "মতুশলখ" হযরত নূহের পিতামহ। ইবনে খলদুন লিখিয়াছেন যে:— قيل ان صابى متو شلخ جده (نوح)

অর্থাৎ সাবী বা মতুশলখ হযরত নূহের পিতামহ।

ইদরীসের পুত্র ও নূহের পিতামহ সাবী হইতেই কুরআনে বর্ণিত সাবেয়ী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইবনে খলদুন বলিয়াছেন:—লোকেরা বলিয়া থাকেন زعموا ان اسم الصابئة منهم যে সাবেয়ীগণ তাঁহাদের বংশধর। সাবেয়ীগণের ধর্মমত সম্বন্ধে অল্‌বেরুনী বলিয়াছেন:—

ولهم صلوات ثلث مكتوبات اولها عند طلوع الشمس ثمانى ركعات والثانية قبل زوال الشمس من وسط السماء خمس ركعات والثالثة عند غروب الشمس خمس ركعات وفى كل ركعة فى صلوتهم ثلث سجدات ويصلون على طهرو وضوء ويغسلون عن الجنابة واكثر احكامهم فى المناكح والحدود مثل احكام المسلمين

তাঁহাদের প্রতি তিনটী নামায ফরয ছিল। প্রথম, সূর্যোদয়ের সময় আট রাকাআত; দ্বিতীয়; সূর্য মধ্যাহ্ন গগন হইতে ঢলিয়া পড়িবার পূর্বে, পাঁচ রাকাআত; তৃতীয়: সূর্য অস্ত যাইবার সময়, পাঁচ রাকাআত। ইহাদের প্রত্যেক রাকাআতে তিনটী করিয়া সেজদা হইত। তাঁহারা অযু ও পবিত্রতা সহকারে নামায পড়িতেন। এবং অশুচি হইতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করিতেন। তাঁহাদের বিবাহ ও শাস্তির অধিকাংশ আহকাম ইসলামী আহকামের ন্যায় ছিল।

একটু চিন্তা সহকারে কুরআন পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহার তিন স্থানে সাবেয়ীগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে যথা:—সূরা বাকারাহ ১ম পারা; সূরা মায়েদা ৬ষ্ঠ পারা ১০ম রুকু এবং সূরা হজ্জ ১৭ পারা। সূরা হজ্জে বর্ণিত হইয়াছে:—

ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا

যাহারা ঈমানদার হইয়াছে, ইয়াহুদী হইয়াছে খৃষ্টান হইয়াছে, অগ্নি উপাসক হইয়াছে আর যাহারা মুশরিক হইয়াছে...।

এই আয়ত দ্বারা আমরা দুইটী জিনিষ বুঝিতে পারিতেছি। (১) এই আয়াতে একই সঙ্গে যাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা কোন না কোন শরীয়তের অনুসারী। অতএব তাহারা আহলে কেতাব (মুশরেকীনরা আহলে কেতাব নহে বলিয়া তাহাদেরকে والذين اشركوا বলিয়া স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইয়াছে)।

(২) যেসব আহলে কেতাবের নাম এখানে

www.ahlehadeethbd.org

উল্লেখ করা হইয়াছে, সাবেয়ীগণ তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কারণ معطوف ও معطوف عليه একই বস্তু হইতে পারেনা।

অতএব কুরআনের বর্ণনানুসারে সাবেয়ীগণ ইয়াহুদী, নাসারা ও অগ্নি উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। বরং স্বতন্ত্র আহলে কেতাব।

সম্ভবতঃ এই কারণেই ইবনে কসির বলিয়াছেন :— واظهر الا قوال والله اعلم قول مجاهد و وهب بن منبه انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين' মুজাহেদ ও ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহের মতই সবচেয়ে স্পষ্টতম মত। (আল্লাহই ভাল জানেন) তাহা হইল এই যে, সাবেয়ীগণ ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক বা মুশরেকীনদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। আমাদের পূর্ব আলোচনা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, (১) সাবেয়ীগণ নূহের প্লাবনের পূর্ব হইতেই ধরাপৃষ্ঠে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। (২) সাবেয়ীগণ শুধু এক আল্লাহর উপরে বিশ্বাসই করিতেন না বরং নামায প্রভৃতি বহু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করিতেন এবং তাঁহাদের অনেক আচার অনুষ্ঠান ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের অনুরূপ ছিল। ৩। কুরআনের বর্ণনানুসারে সাবেয়ীগণ আহলে কেতাব ছিলেন।

এক্ষণে বুদ্ধদেবের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, (১) তিনি নূহের প্লাবনের পর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখের সঠিক সন্ধান না পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি খৃষ্টপূর্ব ৫৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন যাহা নূহের প্লাবনের বহু পরের কথা।

(২) বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হয় না যে, তিনি একক আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করিতেন।

(৩) তিনি রসূল হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন বলিয়া কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। অতএব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের আহলে কেতাব হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ কুরআনে বর্ণিত সাবেয়ী নহেন এবং যেসব ঐতিহাসিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য ও উক্ত মতের জনপ্রিয়তা দর্শনে তাঁহাদেরকে সাবেয়ী বলিয়া অভিহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের পিছনে শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক কোন যুক্তিই নাই।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব-পাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস কাউন্সিল অধিবেশন, ১৩৬৭

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ও জম্‌ঈয়ত-প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ

[তর্জুমানের বিগত সংখ্যায় পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীসের বিগত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত জম্‌ঈয়তের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম দিনের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। অধিবেশনের পূর্ণ বিবরণ সাপ্তাহিক আরাফাতের ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। নিম্নে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ, জম্‌ঈয়ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের মঞ্জুরীকৃত আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ এবং গৃহীত প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হইল।]

শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম এবং মাননীয় অতিথিবৃন্দ,

জমঈয়তে আহলে হাদীসের বার্ষিক কাউন্সিলের এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান আজ নানাবিধ কারণে একান্ত আবশ্যকীয় ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমার কোন কোন সুহৃদ বন্ধু আমার প্রতি সু-ধারণার বশবর্তী হইয়া অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব আমার দুর্বল স্কন্ধে অর্পণ করার সংকল্প করিলে আমি নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থাকায় বারম্বার উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে থাকি। কিন্তু আমার সমস্ত অনুরোধ ও উপরোধ অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হয় এবং অবশেষে আমাকে সেই গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য প্রস্তুত হইতেই হয়। কবি সত্যই বলিয়াছেন :

আমি বলিলাম তুমি ভুল করিলে,
তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহা
যুক্তিযুক্ত হয় নাই।
সে বলিল, কি করা যাইবে?
তকদীরের লিখন অখণ্ডনীয়।

আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবের ও মান্যবর-দের নিকট কৃতজ্ঞ এবং আমি আশা করি তাঁহারা এই গুরুদায়িত্ব পালনে পূর্বের ন্যায় আমাকে সাহায্য ও সহায়তা করিবেন।

মাননীয় অতিথিবৃন্দ,

আমি এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমরা যতই চেষ্টা করিনা কেন আপনাদের উপযুক্ত অতিথ্য দান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বন্ধুগণ, এই কঠিন শীতের দিনে গৃহের সমুদয় আয়াস ও আরাম পরিহার করিয়া সুদূর ঢাকা নগরীর সফর করা খুব সহজ ব্যাপার নহে, তবুও আমরা আপনা-দিগকে এই কষ্ট স্বীকারে বাধ্য করিয়াছি কারণ আমাদের প্রিয় নেতা ইল্‌ম ও আমলের মূর্তপ্রতীক হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী মরহুম ও মগফুরের বেদনাদায়ক মহা-প্রয়াণে দীন ও মযহবের এবং বিশেষ করিয়া এই জমঈয়ত ও আহলে হাদীস জামায়াতের যে অসাধারণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে জামা-আত আজ যে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার একটী সুষ্ঠু সমাধান না করিতে পারিলে জামাআতের ভবিষ্যত অন্ধকারময়।

হযরত আল্লামা মরহুমের মূল্যবান সম্পত্তি হইতেছে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস, যাহা আমানত স্বরূপ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাকে নিজের প্রাণের চাইতেও অধিক ভাল বাসিতেন এবং উহাকে বাঁচাইয়া রাখাই মরহুমের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এখন সেই বোঝা আপনাদের স্কন্ধে অর্পিত

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে এবং ইহাও অনস্বীকার্য যে, এই জমঈয়তকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখাই আল্লামা মরহুমের বৃহত্তম স্মৃতিচিহ্ন হইতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আপনাদিগকে অনেক বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কষ্ট দিয়াছি, কারণ আপনাদের সাহায্য সহানুভূতি ও পরামর্শ ব্যতীত জমঈয়তের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর নয়।

আমি অতীব আনন্দিত যে, আমাদের আহ্বানে আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণও সাড়া দিয়াছেন এবং এই কাউন্সিল সভায় যোগদান করার তকলিফ বর্দাশত করিয়াছেন। আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আপনাদের শুকরিয়া আদা করিতেছি এবং অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে 'আহলান ও ছাহলান' এবং "খোশ আমদেদ" জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের ঢাকা অবস্থান কালে হয়ত অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতে পারে কিন্তু আপনাদের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা এই আশাই পোষণ করি যে, আমাদের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করিবেন।

শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, হযরত আল্লামা মরহুম তাঁহার জীবন ব্যাপী জমঈয়ত এবং জমাআতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একাই বহন করিয়া আসিতেছিলেন এবং ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, তিনি উহার যোগ্য পাত্রও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর এখন এমন কোন বিশেষ ব্যক্তি পরিলক্ষিত হইতেছেন না যাহার উপর জমঈয়ত ও জমাআতের সমুদয় কাজ অর্পণ করা যাইতে পারে এবং হযরত আল্লামার ন্যায় তিনিও সর্বতো ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ যদি জমঈয়তকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহাহইলে কতিপয় যোগ্য ব্যক্তির উপর এই জমঈয়তের দায়িত্ব বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে যাহাতে দায়িত্ব বিভক্তির দ্বারা সমস্ত কার্যাদি সুচারুরূপে নির্বাহ করা সহজতর হইয়া যায় এবং প্রত্যেক নিজ নিজ দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হন।

এখন ইহা আপনাদেরই পবিত্র কর্তব্য যে, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করতঃ তাঁহাদের উপর কাজ চাপাইয়া দেন এবং এই নির্বাচন ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া এরূপ একটি দল তৈরী করিতে হইবে যাহাদের দ্বারা জমঈয়তের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে পারে। এই কঠিন কার্যের সমাধানে সম্ভবতঃ আপনাদের কিছুটা অধিক সময়ও ব্যয় হইতে পারে তথাপিও আমার মনে হয় আপনারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া যতই সময় ব্যয় হউক না কেন যেভাবেই হউক আপনারা জমঈয়তের সুষ্ঠু পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়াই যাইবেন। উহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া গেলে আপনাদের এই পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, অধিকন্তু আমাদিগকে আল্লাহ এবং মানুষের সম্মুখে জবাবদিহি করিতে হইবে।

বিশেষভাবে আমি আপনাদের সুদৃষ্টি নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলির দিকে আকর্ষণ করিতেছি এবং উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও পর্যালোচনা করিয়া সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

(১) মাদ্‌রাসাতুল হাদীস : উহার সুপ্রতিষ্ঠা এবং সুপরিচালনার জন্য আর্থিক সমস্যার সমাধান।

(২) জমঈয়তের মুখপত্র পত্রিকাদ্বয় : পূর্বপাক জমঈয়তের মুখপত্র হিসাবে একটি উচ্চাঙ্গের বাংলা মাসিক (তর্জুমানুল হাদীস) এবং অপরটি সাপ্তাহিক আখ্‌বার (আরাফাত) প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সাহিত্যিক মান কায়েম রাখা এবং ব্যয়ভার বহনের সুব্যবস্থা করা যাহা পত্রিকাদ্বয়ের পরিচালনার জন্য একান্ত আবশ্যক।

(৩) প্রচারক বাহিনী—তব্‌লীগের গুরুত্ব সম্বন্ধে আপনারা সকলেই সম্যক অবহিত, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সত্য বলিতে গেলে এই বাহিনীই জমঈয়তের আত্মা স্বরূপ। জমাআত ও জমঈয়তের শাখা সমূহের তন্‌যীম এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব অনেকাংশে প্রচারক বাহিনীর উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং অবস্থাই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাহিনীর নিয়োগ ও সুপ্রতিষ্ঠা করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ

www.ahlehadeethbd.org

প্রদান করা এবং উহার যথাযথ সুরাহা করা আমাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

উপসংহারের আমি পুনরায় আমাদের মাননীয় অতিথিবৃন্দ, সদস্যবর্গ এবং সভায় সমবেত সকল বন্ধুগণের শুকরীয়া আদায় করিতেছি আর দোয়া করিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের আকাংখাগুলি পূর্ণ করুন এবং দীন ও মিল্লাতের সেবা করার সৎসাহ আমাদিগকে প্রদান করুন। আমীন!

জম্ঈয়ত-প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ

হাম্দ ও না'তের পর জনা সভাপতি সাহেব বলেন,

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাহেব, জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব, সাধারণ কমিটির সভ্যবৃন্দ ও সমাগত বন্ধুগণ,

যাঁর অপার অনুগ্রহে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস জেনারেল কমিটির চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে আমরা আজ নাজিরাবাজার জামে মসজিদে সম্মিলিত হয়েছি সেই অসীম করুণাময় রাব্বুল আলামীনের জন্য সমুদয় প্রশংসা ও স্তুতি; এবং যাঁর পবিত্র আদর্শকে বাস্তবায়িত ও জগজ্জয়ী করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে সাধ্যানুসারে জদ্দও জিহাদ করে আসছে, মুসলিম জাতীয়তার জনক এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একমাত্র দিশারী সাইয়েদুল মুরসালীন সেই মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফার 'পরে বর্ষিত হোক শতকোটি দরূদ'!

বন্ধুগণ, আজকের দিনে সর্বাগ্রে স্মরণ করছি সেই ফিদায়ে দীন ও মিল্লত, কিতাব ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ, পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ, নির্ভীক সমাজ সংস্কারক, সুদূরদর্শী রাজনীতিবিদ, অদ্বিতীয় বাগ্মী, স্বনামধন্য সাহিত্যিক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক, মুফাস্সিরুল কুরআন ও তরজুমানুল হাদীস মরহুম মুমিনকে যাঁর নিরলস কর্মসাধনা অপূর্ব ত্যাগ, দৃঢ়তা এবং অভূতপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভার মূর্ত প্রতীক হ'চ্ছে এই জমঈয়ত এবং যাঁর উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণ এর প্রত্যেকটি অধিবেশনকে করেছে রওশন ও দিয়েছে রওনক। আরও স্মরণ করছি আমাদের সেই সারথী ও সঙ্গী-সাথিদের যাঁরা স্ব স্ব কর্তব্য সমাপন করে তাঁদের প্রভুর আহ্বানে কাফেলার মায়া ছিন্ন করে অনন্তের যাত্রী হয়েছেন। আমরা যেমন আজ এখানে উপস্থিত অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁরাও তেমনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্ব, সাহায্য ও সান্নিধ্য ও সহায়তায় আমরা উৎসাহিত হয়েছি, চলার পথে প্রেরণা লাভ করেছি এবং আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। আজ তাঁরা এ মজলিসে নেই! নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পালন ক'রে অনন্তের পথে তাঁরা প্রস্থান করেছেন।

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"

আসুন, আমরা পরলোকগত আমাদের নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য দোআ করি,

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثواب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ۔ ।

বন্ধুগণ, সাধারণ কমিটির ইজতিমা, একাধিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, চলার পথে কাফেলা আজ একটি cross road এ এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ বিবেচনা ও গভীর গবেষণার পর নির্ধারণ করতে হ'বে আমাদের পথ। সিদ্ধান্তে সামান্যতম প্রমাদ ঘট্লেও ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের ক্ষমা করবেনা। কারণ সিদ্ধান্তের নির্ভুলতার উপরেই বহুলাংশে নির্ভর করছে যাত্রার সফলতা। এ সত্যটি আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হ'বে যে 'আহলে হাদীস' কোন মযহব বা ফির্কার নাম নয় এবং কোন ইমাম, দরবেশ বা আলেমকে আশ্রয় ও কেন্দ্র ক'রে এ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। ফির্কা বিভক্ত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম নেতৃত্ব নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও কার্যতঃ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, ব্যাখ্যা অথবা কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলেছেন। পক্ষান্তরে আহ্‌লে হাদীসগণ রসূলুল্লাহর একক নেতৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন মহাপুরুষের আকীদা ও সিদ্ধান্তকে তাঁদের মযহবরূপে গ্রহণ করেননি। তাঁদের আন্দোলনের মূলনীতিঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ—অনুসারে আহ্‌লে হাদীসগণ তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ামক ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং তদীয় রসূলের সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কলেমা তাইয়েবার পতাকাকে সমুন্নত করার এই দুর্জয় বাসনা ও ইস্পাত-দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যে কাফেলা তাদের যাত্রা শুরু করেছে তাদের রুখবে কে? পথের বাধা বিপত্তি তাদের চলার গতিকে সাময়িকভাবে স্তিমিত করলেও করতে পারে কিন্তু সম্মুখ পানে তাদের অগ্রসর হ'তেই হ'বে:

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون'

আমাদের মহান নেতার তিরোধানে অনেকের মনে একটা সন্দেহ ও সংশয়ের উদয় হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে আন্দোলনও সমাধিস্থ হয়েছে বলে অনেকে উৎকট আনন্দেও মেতে উঠেছেন। হিংসাবিদ্বেষ জর্জ্জরিত, অবিচার অনাচার প্রপীড়িত এবং অশান্তির প্রলয়-শিখায় প্রজ্জ্বলিত ধরাধামকে কোরআন ও সুন্নাহর অমিয় ধারায় স্নাত ও পরিশুদ্ধ করার আদর্শ নিয়ে যাঁরা যাত্রা শুরু করেছেন। তাঁদের গতি রুদ্ধ হ'তে পারেনা। হুজুর (দঃ) এর মহাপ্রয়াণে শোক বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য ক'রে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) যে আয়তটি পাঠ করে সান্ত্বনা ও আশার বাণী শুনিয়েছিলেন আল্লাহর সেই অমর কালামকে স্মরণ করে আমরাও সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করব:

وما محمد الا رسول' قد خلت من قبله الرسل' افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم' ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيأ وسيجزي الله الشكرين'

হযরত সিদ্দিক (রাঃ) এর খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগে যে ফিৎনার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার মোকাবিলা করতে সাহাবা কিরাম যে বলিষ্ঠ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'বে। হতাশ, নিরাশ, সন্দেহ এবং সংশয়ের সামান্যতম চিহ্নকেও মন থেকে মুছে ফেলে ঈমান ও ইখলাসের সাথে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সর্বসিদ্ধিদাতা কৃপানিধান করুণাময় আমাদের সহায় হবেন।

ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে মরহুম ও মগফুর সভাপতি সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে, জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস চারটি রুকন অবলম্বন করে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়; প্রথম—তনযীম: দ্বিতীয় তবলীগ; তৃতীয়: তসনীফ; চতুর্থ: তা'লীম। তনযীম:

হযরতুল আল্লামা (রাঃ) বর্ণিত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হলেও পূর্বপাকিস্তানে আহ্‌লে হাদীস আদর্শে আস্থাবানদের একটি অখণ্ড জামাআত আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পারিনি। ফির্কাবন্দীর মূলে কুঠারাঘাত করতে যে তাহরীকের সূত্রপাত হয়েছিল মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির অপচেষ্টা ও অপপ্রচারে তাই কি আজ দলাদলির শিকারে পরিণত হ'বে এবং আমরা এ শোচনীয় অবস্থায় নীরব দর্শক হয়ে থাকব? বিগত ১৫ই জুন, ১৯৬০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের কার্যকরী সংসদ ঘোষণা করেছিলেন: "ওয়ার্কিং কমিটি এই দৃঢ় আশাও পোষণ করিতেছে যে, মরহুম হযরত আল্লামার স্মৃতি ও জীবন সাধনার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা হিসাবে তাঁহার আরব্ধ কার্যের সুসম্পাদন এবং অগ্রগতির জন্য জামাআত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তরিকতার সহিত আগাইয়া আসিবে"। দুঃখের সাথে স্বীকার করতেই হ'বে যে, ওয়ার্কিং কমিটির এ আশা পুরাপুরি ফলবতী হয়নি। এখনও কোন কোন অঞ্চলে সংহতি ও একতা বিরোধী দু'একটি বিক্ষিপ্ত আওয়ায উঠছে। তার চেয়েও লজ্জাকর কথা হোল

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের নিম্ন তালিকানুযায়ী একটি জিলা, একটি মহকুমা, চব্বিশটি ইলাকা ও পাঁচ শ' সাতাত্তরটি শাখা জমঈয়ত থাকা সত্ত্বেও সদর দফতরের সাথে তারা যথাযথ সংযোগ রক্ষা করা দূরের কথা চিঠিপত্রের জওয়াব কিম্বা হিসাবপত্র ও বার্ষিক কর্মতৎপরতার বিবরণ দান করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। এই কি আমাদের তনযীম ও জামাআত প্রীতির নমুনা এবং আমাদের মরহুম নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ?

আঞ্চলিক ও শাখা জমঈয়তসমূহের তালিকা

জিলা ঢাকা : ইলাকা জমঈয়ত ৩টি, শাখা জমঈয়ত ৮০টি; জিলা ময়মনসিংহ : ইলাকা জমঈয়ত ৮টি, শাখা জমঈয়ত ১৯০টি; জিলা রংপুর : ইলাকা জমঈয়ত ৯টি, শাখা জমঈয়ত ১৬০টি; জিলা বগুড়া : ইলাকা জমঈয়ত ২টি, শাখা জমঈয়ত ৫০টি; জিলা রাজশাহী : মহকুমা জমঈয়ত ১টি, শাখা জমঈয়ত ২৩টি; জিলা পাবনা : শাখা জমঈয়ত ১৪টি; জিলা দিনাজপুর : এলাকা জমঈয়ত ২টি, শাখা জমঈয়ত ১৯টি; জিলা ফরিদপুর : শাখা জমঈয়ত ৭টি; জিলা কুষ্টিয়া : শাখা জমঈয়ত ২৩টি, জিলা কুমিল্লা : শাখা জমঈয়ত ৩৯টি; জিলা খুলনা ও যশোর : জিলা জমঈয়ত ১টি; জিলা বরিশাল : শাখা জমঈয়ত ১টি।

আজ তনযীমের অভাবে মসজিদগুলি বিরান হ'তে বসেছে, পল্লীগুলি কলহ-কোন্দলের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, শহর বন্দরগুলি সাজ-সজ্জা এবং শরিঅত ও নীতি-ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। নীতিনৈতিকতার মান ক্রমশঃ নিম্নগতি হয়ে চলেছে এবং অন্যায় ন্যায়রূপে, অবিচার বিচাররূপে এবং অধর্ম ধর্ম বলে পরিগণিত হ'চ্ছে। সমাজ ও মিল্লতের এই সংকট মুহূর্তে প্রতিটি কর্মীর কর্তব্য নিজ নিজ এলাকায় ধর্মীয় ও জামাআতী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাধ্যানুসারে সাধনা করা। এ গুরু দায়িত্ব এক-মাত্র সঙ্ঘবদ্ধতা ও মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামী নীতি ও মতবাদ, রুহানী মুক্তি ও আখলাকের পয়গাম, বিশ্ববিমোহন তমদ্দুন ও জীবন ব্যবস্থা আজ আশংকাজনকরূপে ঘরে বাইরে আক্রান্ত। এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য আমরা কি যথার্থই প্রস্তুত ?

এরপরে আসে তবলীগের প্রশ্ন। ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগে মুসলমান মাত্রই ছিলেন মুবাল্লিগ। প্রখ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ T. W. Arnold তাঁর Preaching of Islam গ্রন্থে বলেছেন,

"It is such a zeal for the truth of their religion that has inspird the Muhammadans to carry with them the message of Islam to the people of every Iand into which they penetrate, and that justly claims for their religion a place among those we term missionary."

আদর্শচ্যুত হয়ে আজ আমরা এতদূর অধঃপতিত হয়েছি যে, আমাদের শিশুরা স্বীয় ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস, ইবাদত, আখলাক ও মুআমালাত সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং যুবকের কোরআনে বর্ণিত তাঁদের কর্তব্যকে অবহেলা করে বার্দ্ধক্যের সীমায় ولتكن منكم امة يدعون পৌঁছেন এবং সম্পূর্ণ الى الخير ويامرون بالمعروف উদ্দেশ্যহীন জীবনাবসানে وينهون عن المنكر واولائك একদিন নামহীন মৃত্যুর هم المفلحون' কোলে চলে পড়ছেন। যারা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে হ'লেও সত্য ধর্মের প্রচারে দেশ হতে দেশান্তরে উল্কার গতিতে ছুটে বেড়িয়েছিলেন তাঁদেরই বংশধরদের মধ্যে এমনকি জুমআর খুতবা দেওয়ার মত খতীব ক্রমশই নায়াব হ'তে চলেছে। তুরস্কের সুলতানের নাম ও নিশান আজ দুনয়াতে নেই; অথচ পল্লীর মিম্বর থেকে আজও প্রতি শুক্রবারে খতীব সাহেবরা ক্ষেত্র বিশেষে আল-খাকান ইবনুল খাকানের জন্য দোআ করে চলেছেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর হাদীসের যথার্থতা প্রমাণ ক'রে এদের অনেকেই আজগুবি ফৎওয়া নির্ভয়ে লোকসমাজে প্রচার ও পরিণামে কলহ ও ফাসাদের সৃষ্টি করছেন।

"আধুনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত, উচ্চ-শিক্ষিত, ত্যাগধর্মী ও পরিশ্রমী মুবাল্লিগ দল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত তবলীগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়ার উপায় নেই"। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সুযোগ্য ওয়ায়েয ও মুবাল্লিগের দাবী ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে"।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। গভীর দুঃখের সাথে আজ আমায় বল্‌তে হ'চ্ছে প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করিনি। এটাও আপনাদের জানতে হবে যে, তর্জুমানের জন্য লিখা আমরা পাইনা এবং সে কারণেই তর্জুমান প্রকাশ প্রতিমাসে বিলম্বিত হয়ে থাকে। এখনও কি আমাদের সুধী ও লেখক সমাজ দীন ও মিল্লতের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হ'বেননা?

মৌখিক ভাষণ

জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী তাঁহার অসমাপ্ত লিখিত অভিভাষণ পাঠের পর মৌখিক ভাষণে জমঈয়তের তা'লীম সম্পর্কিত কর্মসূচীর উল্লেখ করিতে গিয়া মাদ্রাসাতুলহাদীসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীসের গঠনতন্ত্রের ২৭ ধারা অনুযায়ী জমঈয়তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৫৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাসাতুল হাদীস প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দুইটি ক্লাশে ৭ জন ফাযেল পাশ ছাত্র হাদীস, তফসীর, ওসূলে হাদীস, প্রভৃতি অধ্যয়ন করছে। দিল্লীর রহমানীয়া মাদ্রাসার একজন ফারেগ অভিজ্ঞ শিক্ষক মওলানা আবুল কাসেম, এবং কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার অবসর প্রাপ্ত হেড মওলানা জনাব মওলানা আবদুল্লাহ নদভী সাহেব শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব দক্ষতার সহিত পালন করছেন। ছাত্রদের প্রত্যেককে ৩০, ক'রে মাসিক ওযিফা দেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাসার জন্য জমঈয়তের বিপুল খরচ হয়ে চলেছে। দুঃখের বিষয়, মাদ্রাসার জন্য কাউন্সিলের সভ্য এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্খীগণ এককালীন, বার্ষিক এবং মাসিক অর্থদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বিশেষ রক্ষিত হয়নি। অথচ মাদ্রাসাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা জামাতের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রখ্যাতনামা সমস্ত আলেম আমাদের মধ্য থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছেন। আমাদের পল্লীগুলোকে আলোকিত রাখার জন্য প্রকৃত ইস্‌লামী শিক্ষায় শিক্ষিত যোগ্য আলেম তৈয়ার এজন্যই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

মরহুম হযরতুল আল্লামা (রাঃ) অন্যান্য সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার পর জামা'তের দাবী মিটানর জন্য ফতওয়া দানের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। আজ তাঁর অভাবে সে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রয়েছে অথচ তার চাহিদা প্রচুর। এজন্য জমঈয়তের পক্ষে একজন মুফ্‌তী নিয়োগ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

''অবিলম্বে এ সম্বন্ধে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনতিবিলম্বে তা কার্যকরী করার জন্য আমাদের তৎপর হ'তে হ'বে। উনিশ শ' উনষাট সালে কয়েক মাস মওলানা আলিমুল্লাহ সাহেব বেতনভোগী মুবাল্লিগ হিসেবে ত্রিপুরায় প্রচার কার্য চালিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য বছরের মত গত দু'বছরেও জমঈয়তের খাদেম, কর্মী ও অবৈতনিক মুবাল্লিগ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কুরআন ও সুন্নাহর ইশাআত ও জমঈয়তের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের এ সমষ্টিগত প্রচেষ্টাও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

তস্‌নীফ ক্ষেত্রে জমঈয়তে আহলে হাদীসের খিদমত সর্বজন বিদিত। আমাদের সমাজে আরবী শিক্ষিত অথচ বাংলায় পারদর্শী লেখকের একান্তই অভাব। আপনাদের কারুরই অজানা থাকবার কথা না যে, হযরতুল আল্লামা মরহুম তাঁর বহুমুখী কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও কি অমানুষিক ক্লেশ স্বীকার ও পরিশ্রম করে শুধুমাত্র একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক ও একটি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিকেরই সম্পাদনা করতেন না বরং তাঁরই লেখনী থেকে কলেমায়ে তৈয়েবা, নবুওতে মোহাম্মদী, পাক শাসন সংবিধান, ইস্‌লাম বনাম কমিউনিজ্‌ম প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থ হ'তে শুরু করে ঈদে কুরবান, সিয়ামে রামাযান, মুছাফাহা, আহলে কিবলার পিছনে নমায, প্রভৃতি যরুরী ব্যবহারিক বিষয়ে বাইশটি মূল্যবান পুস্তক পুস্তিকা মাতৃভাষায় জমঈয়ত লাভ করেছে। এ ছাড়াও দেড় হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত সূরা আলফাতিহার তফসীর তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে রেখেগেছেন।

তর্জুমানের পাতায় এ অপূর্ব তফসীর আপনারা অবশ্যই দেখে থাকবেন। জমঈয়ত কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য কিতাবের তালিকাও বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের দৈন্য গোপন করবার নয়। তফসীর হাদীস, ইতিহাস, জীবনী ও ফিক্‌হুল হাদীস, প্রভৃতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাখার কথা ছেড়ে দিলেও এমন কি যরুরী মাসায়েল ও ব্যবহারিক দীনিয়াতের কেতাবও আমাদের কাছে নেই বল্লে চলে। গত কাউন্সিল অধিবেশনে সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ প্রচারকল্পে মওলানা মুহাম্মদ সাআদ ওয়াক্কাস, মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী, অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী ও হযরতুল আল্লামা মরহুম সমবায়ে জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে একটি লাজনাতুল আদাবীয়া গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং লাজনার সভ্যরা প্রত্যেকে প্রতি বৎসর একটি করিয়া ধর্ম, ইতিহাস বা দর্শন সম্পর্কিত আরবী উর্দু অথবা ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করতে এবং অধ্যাপক ফারুকী সাহেব তর্জুমানের জন্য প্রতিমাসে একটি ক'রে প্রবন্ধ লিখতে

বিগত ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় জমঈয়তকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা সাধ্যমত অস্থায়ী ভাবে কাজ চালিয়ে এসেছি। জেনারেল কমিটির সভা আরও পূর্বে আহ্বান করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার দরুণ তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এজন্য আপনাদের নিকট মার্জনা চাচ্ছি।

অতঃপর তিনি ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালের জমঈয়ত, মাদ্রাসা ও প্রেসের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। (হিসাবের বিবরণ পরিশেষে দ্রষ্টব্য)

কাউন্সিল সভার আয়োজন ও এজন্য কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য তিনি অভ্যর্থনা সমিতির নিকট শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং উহার ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য সমাগত মেহমানদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

পরিশেষে ডক্টর আবদুল বারী সাহেব আরাফাতে প্রকাশিত আল্লামা মরহুমের 'চলতি পথের শেষ পয়গাম" হইতে নিম্ন লিখিত অংশ পড়িয়া শোনান :

"জমঈয়ত প্রভৃতির কাজে আমার জীবনের যে মহামূল্য অংশ ক্ষয় হইয়াছে এবং ইহার জন্য আমি যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়াছি বন্ধু বান্ধবের তাহা অজ্ঞাত থাকার কথা নয় কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়াও জমঈয়তের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি কৈ ?"

"জমঈয়তের সহিত সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত সমুদয় বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট আমি এই আশাই পোষণ করিয়া যাইতেছি যে, তাঁহারা সমাজের এই একমাত্র বহুমূল্য আমানতটিকে খেয়ানত ও নষ্ট হইতে দিবেন না।"

জনাব ডক্টর আবদুল বারী উক্ত আমানত সমূহকে বাঁচাইয়া রাখিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) আদর্শকে জগতের বুকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টাকে সফলকাম করিয়া তোলার জন্য সকলের নিকট আকুল আবেদন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি সাহেব কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব দুইটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট এবং পরিচালক, পূর্বপাকিস্তানের আলেমকুল শিরোমণি, মুফাস্সিরে কোরআন ও তর্জুমানে হাদীস, ফেদায়ে দ্বীন ও মিল্লত, জামাতের শক্তি-স্তম্ভ ও প্রেরণার উৎস, কোরআন ও সুন্নতের প্রচারে নিবেদিত প্রাণ, দেশের আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিক, সমাজ সংস্কারক, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, আদর্শ সাংবাদিক, অসাধারণ বাগ্মী এবং সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্-কুরায়শীর (রঃ) আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে মর্মান্তিক বেদনা এবং গভীরতম শোক প্রকাশ করিতেছে। জেনারেল কমিটি তাঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয় পরিজন ও বেদনা-বিধুর বন্ধু বান্ধব এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত অনুরক্তদের এই গভীরতম ব্যথায় আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং রাব্বুল আলামীন রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'লার নিকট তাঁহার মাগফেরাত এবং তাঁহার বিদেহী আত্মার মুক্তি, আল্লাহর রেযামন্দী ও অনন্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে।

জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা গভীর পরিতাপের সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, তাঁহার মহাপ্রয়াণে পূর্বপাকিস্তানের ধর্মীয় গগন হইতে যে উজ্জলতম জ্যোতিষ্কের তিরোভাব ঘটিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জামাতে আহলে হাদীসের যে অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সুদূর ভবিষ্যতেও উহার পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছেনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা এই সঙ্কল্পও ঘোষণা করিতেছে যে, মরহুম হযরতুল আল্লামার জীবনব্যাপী নিরলস জ্ঞান সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন কর্ম তৎপরতার ফল স্বরূপ যে পবিত্র আমানত—পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস, আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাদ্রাসাতুল হাদীস—আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস উহা যথাযথ সংরক্ষণ করিবে এবং তাঁহার অনুসৃত নীতির উপর কায়েম থাকিয়া অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত ইসলাম ও জামাআতে আহলে হাদীসের খেদমত আনজাম দিতে থাকিবে। জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা এই দৃঢ় আশাও পোষণ করিতেছে যে, মরহুম হযরত আল্লামার স্মৃতি ও জীবন সাধনার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা হিসাবে তাঁহার আরব্ধ কার্যের সুসম্পূরণ এবং অগ্রগতির জন্য জামাআত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তরিকতার সহিত আগাইয়া আসিবে।

২। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা পশ্চিম পাকিস্তান জামাআতে আহলে হাদীসের বিশিষ্ট আলেম ও সাংবাদিক 'জারিদায়ে আহলে হাদীসের' সম্পাদক হাকিম মওলানা আবদুল মজিদ খাদেম ও বিশিষ্ট আলেম এবং নেতা মওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল গজনভী এবং আউনুল মাবুদের স্বনাম ধন্য লেখক মওলানা শামছুল হক সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মওলানা ইদ্রিস, পূর্বপাকিস্তানের জামাআতে আহলে হাদীসের উজ্জ্বল রত্ন—হাফেযুল কুরআন ওয়াল হাদীস, শিরীন যবান ওয়ায়েয, জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও একনিষ্ঠ সেবক হযরত মওলানা আবদুল্লাহ সালেকপুরী, উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ আলেম, উস্তাজ ও মুহাদ্দেস হযরত মওলানা আবদুল মান্নান, জমঈয়তের বিশিষ্ট শুভাকাঙ্খী ও কর্মী প্রবীণতম আলেম রাজশাহী হালমারীর মওলানা আব্বাস আলী, শরিষাবাড়ী আরামনগর মাদ্রাসার প্রবীণ মুদাররেস জনাব মওলানা আবদুল মান্নান, জামালপুরের প্রবীণ আলেম ও জামালপুর ইলাকা জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট মওলানা মাহমুদুর রহমান, বগুড়া জিলার বলাইলের বিশিষ্ট আলেম ও জমঈয়ত কর্মী মওলানা ইসহাক, শ্রীহট্ট জিলার মওলবী হীরা মিঞা এবং অন্যান্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মহৎ ব্যক্তিদের এন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাঁহাদের যে, তাঁহাদের মৃত্যুতে জামাতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই সভা তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌসে সমুন্নত আসন কামনা করিতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটির কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ নির্দিষ্ট প্রস্তাবক ও সমর্থক কর্তৃক উত্থাপিত, সমর্থিত এবং ব্যাখ্যাকৃত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন জমঈয়তের সভাপতি—ক্যাশিয়ারের পদে ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেবকে নির্বাচন পূর্বক ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গত ১৫।৬।৬০ তারিখে যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে তাহা স্থায়ীভাবে অনুমোদন করিতেছি।

প্রস্তাবক: মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী

সমর্থক: মওলানা মোহাম্মদ হুসেন বাসুদেবপুরী।

২। ওয়ার্কিং কমিটি ১৫।৬।৬০ তারিখে মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি সাহেবকে সর্বসম্মতিক্রমে জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা স্থায়ীভাবে অনুমোদন করিতেছে।

প্রস্তাবক: সভাপতি স্বয়ং।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা জামাতের সকল নেতৃস্থানীয় আলেম, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দের নিকট জমঈয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকায় সংগঠন কার্য ও ব্যাপক প্রপাগাণ্ডা পরিচালনা করার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছে। এই উদ্দেশ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি জিলায় জিলা জমঈয়ত, ইলাকা জমঈয়ত, শাখা জমঈয়তসমূহ সংগঠন করার জন্য কর্মীবৃন্দকে উদ্যোগী হইতে হইবে এবং পুরাতন সংগঠন গুলিকে পুনর্গঠন পূর্বক উহাদিগকে সতেজ, সক্রিয় ও কর্মতৎপর করিয়া তুলিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় দফতরের সহিত যথাযথ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

প্রস্তাবক :—মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী, সমর্থক : মওলানা মোহাম্মদ হুসেন বাসুদেবপুরী।

৪। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, তবলীগের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দান এবং জিলা, ইলাকা ও শাখা জমঈয়ত সমূহের তদারক এবং কেন্দ্রের সহিত উহাদের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে একজন বেতন ভোগী মুবাল্লেগ নিয়োজিত করা হউক।

প্রস্তাবক : মওলানা হাসান আলী, সমর্থক : মওঃ যিল্লুর রহমান আনসারী।

৫। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা জমঈয়ত ও প্রেসের বিগত দুই বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর বিগত বৎসর অপেক্ষা আয়খাতে বিপুল ঘাটতি ও ব্যয়খাতে বিপুল বাড়তির অবস্থা দৃষ্টে গভীর শঙ্কাবোধ করিতেছে এবং জমঈয়তের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, কাউন্সিলের প্রতিজন সদস্য এবং জামাতের প্রতিটি কর্মীকে আয় বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অপরপক্ষে জমঈয়ত দফতরের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে। কারণ আয় ও ব্যয়ের ভিতর এই বিপুল অসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

আয় বৃদ্ধির সুদৃঢ় আশা পোষণ করা হইলেও জেনারেল কাউন্সিলের এই সভার অভিমত এই যে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করিয়া জমঈয়ত দীর্ঘদিন বর্ধিত ব্যয় চালাইয়া যাইতে পারেনা। সুতরাং ব্যয় সঙ্কোচ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। জমঈয়তের জন্য বর্তমানে জেনারেল সেক্রেটারী এবং অফিস সেক্রেটারী উভয় পদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা নাই—এই মর্মে এই সভা অভিমত প্রকাশ করিতেছে। এই সভা এই অভিমতও প্রকাশ করিতেছে যে, জমঈয়তের যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অফিস সেক্রেটারীকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল তাহা সফল হয়নাই। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, আগামী জুন মাস হইতে অফিস সেক্রেটারীর পদ বিলুপ্ত এবং ৩০শে মে পর্যন্ত বর্তমান অফিস সেক্রেটারীকে কার্যে নিয়োজিত থাকার সুবিধা প্রদান করা হউক। এইপ্রসঙ্গে বর্তমান অফিস সেক্রেটারী এপর্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপে যে সততার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এই সভা সর্বান্তঃকরণে উহার স্বীকৃতি প্রদান করিতেছে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছে।

প্রস্তাবক : মওলানা মোহাম্মদ আরীফ, সমর্থক : মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী।

৬। (ক) 'সাপ্তাহিক আরাফাত' এর সম্পাদনার জন্য বর্তমান সম্পাদক সাহেব যথেষ্ট বিবেচিত হওয়ায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, অবিলম্বে সহকারী সম্পাদকের পদ বিলুপ্ত করা হউক। এই প্রসঙ্গে এই সভা ইহা রেকর্ড করা প্রয়োজন বোধ করিতেছে যে, আরাফাতের বর্তমান সহকারী সম্পাদক সাহেব মরহুম আল্লামার জীবিত কাল হইতে এপর্যন্ত যে খেদমত আঞ্জাম দিয়া আসিয়াছেন এই সভা উহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছে।

৬। (খ) জেনারেল কাউন্সিলের এই সভা তর্জুমানুল হাদীসের মান অবনতি এবং অনিয়মিত ও বহু বিলম্বিত প্রকাশের জন্য গভীর বেদনা প্রকাশ করিতেছে। তর্জুমান সম্পাদক এব্যাপারে তাঁহার কর্তব্য যথোচিতভাবে প্রতিপালন করিবেন ও দায়িত্ব সচেতন হইবেন বলিয়া এই সভা দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছে।

প্রস্তাবক : অধ্যাপক মওলানা দেওয়ান রুস্তম আলী

সমর্থক : মৌলবী শেখ বেলায়েত হুসেন।

৭। সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, জমঈয়তের সদর দফতরে সুষ্ঠু ও সহযোগিতামূলক

(৫০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

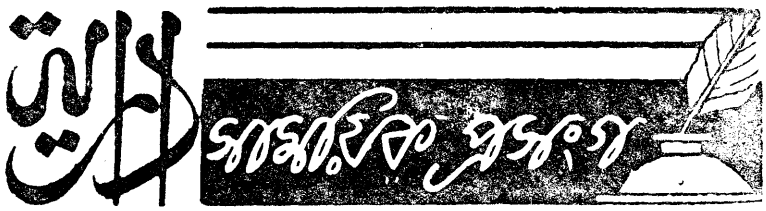

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

স্বাগতম্ মাহে-রমযান

আল্লাহর অজস্র করুণা-ধারা বহন করিয়া আবার মাহে রমযান ফিরিয়া আসিয়াছে। আতপতাপদগ্ধ ধরণী মানুষের সৃষ্টি দুর্যোগ ও অশান্তির দাবানলে যখন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল, সেই ভয়াবহ মুহূর্তে পৃথিবীর গতি পরিবর্তিত করতঃ তাহার অধিবাসীদের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিয়া তমসাচ্ছন্ন ধরিত্রীকে আবার নূতনভাবে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলার জন্য এই পুত-পবিত্র মাসের এক সমৃদ্ধ রজনীতে **আল্-কুরআন** নামক এক জোতির্ময় বর্তিকা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নামক মহামানবের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। যে আল্-কুরআন দ্বারা মুসলিম জাতি পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও ইমামতের গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারই প্রাথমিক অবতরণ স্বীয় হিরন্ময় বক্ষে ধারণ করিয়া মাহে রমযানের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাই তাহাকে জানাই ছালাম! তাই তাহাকে জানাই স্বাগতম্!! খোশ আমদেদ মাহে-রমযান !!!

পবিত্র মাহে রমযান মুসলিম জাতিকে আবার তাহাদের বিস্মৃত গৌরব নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছে। যে মাহে রমযানের বরকতে আল্-কুরআনরূপ আলোক বর্তিকা লাভ করতঃ মুসলিম জাতি একদিন পৃথিবীর নেতৃত্বে ও ইমামতের আসনে সমাসীন হইতে পারিয়াছিল সেই আলোক বর্তিকা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের এই চরম দুর্দশা কেন? জড়বাদী শক্তি অহমিকা তাহাদের নীতি-নৈতিকতার সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে কেন? দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষার সমস্ত ঐশী বিধানকে পদদলিত করিয়া তাহারা এই সুন্দর বসুন্ধরাকে নরককুণ্ডে পরিণত করিতেছে কেন? শোষণ, পীড়ন ও লুণ্ঠনের ঘূর্ণিবাত্যা আজ তাহাদের সামাজিক মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া পঙ্গু করিতেছে কেন? নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা ও অবাধ মিলন তাহাদের পারিবারিক মর্যাদার মস্তকে কুঠারাঘাত হানিতেছে কেন? শাশ্বত ঐশী বিধানগুলি তাহাদের নফ্ছে আম্মারার পরিতৃপ্তির ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতেছে কেন? দেবতার চক্ষুর অন্তরালে কাম বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য কথিত বিলকিস বিবির ঘরের মধ্যে রক্ষিত দেবতার চোখে কাপড় ঢাঁকা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার ন্যায় পবিত্র রমযান মাসের দিন দুপুরে হৃষ্ট পুষ্ট জোয়ান মুসলমানেরা দোকানের সামনে কাপড়ের পর্দা দিয়া উদরতৃপ্তি করিতেছে কেন—ইত্যাকার বহুবিধ বিষয় ভাবিয়া দেখিবার অপূর্ব সুযোগ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে মাহে-রমযান। তাই তাহাকে জানাই খোশ আমদেদ!

ইসলামকে রক্ষা করিতে আর মুসলিম জাতিকে রক্ষা পাইতে হইলে ইসলামের ধারকগণকে আবার রমযানের শুদ্ধি সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ যে মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন আমাদের মধ্যে সেই মানসিকত সৃষ্টি করিতে হইবে। এই মানসিকতা সৃষ্টি করিতে পারিলেই আমরা রমযানের কৃচ্ছ্র সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিব—অন্যথায় নয়।

www.ahlehadeethbd.org

আমরা তর্জুমানুল হাদীসের পাঠক পাঠিকাগণকে রমযানুল মুবারকের মুবারকবাদ জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি যে, তাঁহারা এই পবিত্র মাসের যথাযথ এহ্‌তেরাম করিয়া আত্মশুদ্ধি লাভে সমর্থ হইবেন।

একটি অশুভ পদক্ষেপ

লাহোর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "পয়াম-ই-ইস্‌লাম" ও "তর্জুমান-ই-ইস্‌লাম" ইদানীং জমাআতে আহলেহাদীসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপপ্রচারের অশুভ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মজার কথা এই যে, অপপ্রচারকেই তাঁহারা স্বীয় মযহাবের একটি বিরাট খেদমত বলিয়া মনে করিতেছে। কিছুদিন ধরিয়া সহযোগী "পয়াম ই-ইস্‌লাম" এই মর্মে দেওবন্দী আলেমগণের ফত্‌ওয়া প্রকাশিত করিয়া আসিতেছে যে, "আহলেহাদীসদের পিছনে হানাফীদের নামায পড়া জায়েয নহে।" ইহার কারণ দর্শাইতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আহলেহাদীস ও হানাফীদের মধ্যে তাহারৎ যথা অযূ ও গোসল ইত্যাদি মস্‌আলা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সহযোগী "পয়াম ই ইস্‌লাম" তাহার ২৭শে জানুয়ারী সংখ্যায় উপরোক্ত মর্মে জনাব মওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী সাহেবেরও একটি ফত্‌ওয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা সহযোগী "পয়াম"কে এই বলিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দিতে চাই যে, অযূ ও গোসলের মসআলায় মতভেদ থাকার কারণেই যদি আহলেহাদীসদের পিছনে হানাফীদের নামায শুদ্ধ না হয় তাহা হইলে ইমাম আবুহানিফার (রহঃ) পিছনে তদীয় ভক্তকুল ইমাম আবুইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানেরও নামায জায়েয হইবেনা। কারণ তাঁহাদের আপোষের মধ্যেও অযূ ও গোসলের মসআলায় যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আলোচ্য মসআলাটীর অবতারণা করিয়া সহযোগী ইমাম আবুহানিফার তকলিদের গণ্ডী হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আহলেহাদীস বিদ্বেষে অন্ধ-প্রায় মানুষটীর পক্ষে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মোটেই অবসর হয়নাই বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ ইমাম সাহেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, "আমরা ভাল মন্দ (ফাজের) সর্বপ্রকার ইমামের পিছনে নামায পড়িব।" এই কথার ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখিয়াছেন যে, "যেব্যক্তি ফাজের ইমামের পিছনে জুম্মা, জামাআত ইত্যাদি পড়িতে অস্বীকার করিবে সে অধিকাংশ আলেমদের মতে বিদ্‌আতী"। হানাফী মযহবের বরণীয় আলেমদের এইসব উক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সহযোগী কোন্‌দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এই পুরাতন কাসুন্দি ঘাট্‌তে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা। তিনি কি আহলেহাদীসদেরকে বদনাম করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত ইমাম আ'যম সাহেবের ফত্‌ওয়ার অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়াছেন? ইহাকেই বলে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা!

সত্যের স্বীকৃতি

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে ঢাকার নাগরিকদের তরফ হইতে যে মানপত্র দেওয়া হয় তাহাতে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও জ্ঞান সাধকদের কথা উল্লেখ করা হয়। রাণী এলিজাবেথ তাহার উত্তর দিতে গিয়া বলেন, "আপনারা ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা বলিয়াছেন যে, আমরা আপনাদের সাহায্য করিতে পারিয়াছি। তাহা যদি আমরা করিতে পারিয়া থাকি, তাহাহইলে যুগ যুগ ধরিয়া এশিয়া ও মুসলিম মনীষীদের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যে অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি, এই সঙ্গে তাহা আমাদের স্মরণ করিতে হয়"।

রাণী এলিজাবেথের এই একটি কথার মধ্যে মুসলমানেরা দীর্ঘ সাত শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের গ্রীস, তুরস্ক, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, মণ্টেনিগ্রো, সার্ভিয়া, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ রুশিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, এমন কি ফ্রান্স, ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ডের কিয়দংশে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে আলোক বিকীরণ করিয়াছিল তাহার ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইস্‌লামই একদিন ইউরোপকে অজ্ঞতার গভীরতম গহ্বর হইতে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিয়াছিল। খৃষ্টান ইউরোপে যখন পরমত সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, 'ক্যাথলিক' খৃষ্টানেরা যখন ইয়াহুদী ও 'প্রটেষ্টাণ্ট'দিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে

www.ahlehadeethbd.org

নিক্ষেপ করিত, মুসলমানেরা তাহার বহু শতাব্দী পূর্বেই "জিয়্যা গ্রহণ করিয়া হিন্দু, ইয়াহুদী, পার্সিক ও বার্বারদিগকে ধর্মগত স্বাধীনতা দান ও বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইউরোপে যখন গির্জা ও মঠ ব্যতিত অন্য কোন শিক্ষাগার ছিলনা, তাহার শত শত বৎসর পূর্বে মুসলমানেরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এগুলি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল। সাধারণতঃ মসজিদেই বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্বান্মণ্ডলীর অধিবেশন হইত; স্বাধীনভাবে তথায় সর্বপ্রকার প্রশ্নের আলোচনা হইত। ইহাদের মধ্যে কর্দোভা, কায়রো ও বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে ১২০০০ ছাত্র তাহাদের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করিত। ইহা অদ্যাপিও আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় নামে বিদ্যমান রহিয়াছে; নূনপক্ষে ২৮০০০ ছাত্র আজিও সেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করিতেছে। যুগ যুগ ধরিয়া স্পেনের বিশ্ব বিদ্যালয় সমূহে দলে দলে খৃষ্টান ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিত। আইন, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব ছিল তাহাদের বিশেষভাবে অধীত বিষয় বস্তু।

বীজগণিত বলিয়া যে শাস্ত্রটী আজ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা মুসলমানদেরই সৃষ্ট। ইহা অদ্যাপি স্বনাম-খ্যাত মুসলিম গণিতজ্ঞ আলজাবরের নামানুসারে Algebra বলিয়া পরিচিত খাওয়ারিযমী প্রণীত এলজাবরা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টান পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে থাকে।

প্রাকৃতি বিজ্ঞানে (Physics) আল-হাযানের আবিষ্ক্রিয়া (focus, নির্ণয়, চশ্‌মা আবিষ্কার প্রভৃতি) পাশ্চাত্যে আমদানী করিয়া 'রগার বেকন' নিজেই আবিষ্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত হন। আল-হাযানের গ্রন্থ ল্যাটিন ও ইতালীয় ভাষায় অনুদিত হইয়া কেপ্‌লারের (Kepler) বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শকরূপে কাজ করিতে থাকে।

জ্যোতির্বিদ্যায় (Astronomy) মুসলমানদের জ্ঞান ছিল অগাধ। তাঁহারা কতিপয় মান-মন্দির (observatory) নির্মাণ করেন। তৎপূর্বে জগতে কোন মান-মন্দির ছিল না। তাঁহারাই পরখা দ্বারা রাশি-চক্রের কোণ (angle of the ecliptic) ও সমরাত্রিদিনের প্রাগয়ন (Precission of the equinoxes) স্থির করেন। Almanac (পঞ্জিকা), Azimuth (দিগন্তবৃত্ত), Zenith (মস্তকোর্দ্ধ নভোবিন্দু), Nadir (অধঃস্থিত নভোবিন্দু) প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের অসংখ্য শব্দ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত। দুইজন প্রাচীনতম মুসলিম জ্যোতির্বিদ আল-ফারগানী ও আল বাত্তানী ইউরোপের শিক্ষাগুরু সম্মানে আজও অধিষ্ঠিত। বস্তুতঃ জ্যোতির্বিদ্যা যে উহার বর্তমান উন্নতির জন্য মুসলমানদের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ইউরোপের খৃষ্টান ধর্মধ্বজগণ যখন ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া পাদ্রীদের সম্পাদিত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রোগারোগ্যের ব্যবস্থা দিতেন, মুসলমানেরা তখন প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ভিষক্ প্রবর ইমাম রাযীর "আয়ুর্বেদ বিশ্বকোষ" দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। উহার নবম খণ্ড ও আবুসিনার "ব্যবস্থা" ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহে চিকিৎসা বিষয়ক বক্তৃতার ভিত্তি ছিল।

রসায়ণ শাস্ত্রের আল্ কেমী (Chemistry) এবং আল-কহল (Alcohol) আজও স্বীয় নামের প্রথমে আরবী ভাষার "আল্" (definit article, বহন করিয়া মুসলমানী আবিষ্ক্রিয়ার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

ভূগোল শাস্ত্র মুসলমানদের নিকট চির ঋণী। খৃষ্টানের যখন পৃথিবী সমতল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, বাগদাদে তখন উহার পরিধি নির্ণীত হয়। চন্দ্র যে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারা চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষ নির্ধারিত করেন। ইউরোপ তাঁহাদের নিকট হইতেই দিগ্‌দর্শন (compass যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করে যাহার অভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর বড় বড় ভৌগলিক আবিষ্ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

উদ্যান-কর্ষণ বিদ্যায় (Horticulture) মুসলমানেরা সকলকে পরাজিত করেন। কিরূপে "কলম" করিতে হয় কি কৌশলেই বা বিভিন্ন প্রকারের নূতন নূতন ফল ফুল উৎপন্ন করিতে হয়, তাঁহারা তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহারা কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত বহু গ্রন্থরাজী রচনা করেন।

মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের খৃষ্টান ছাত্র—বিশেষতঃ ইয়াহুদী ও ক্রুসেডার বা খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্যে মুসলিম সভ্যতার অধিকাংশই ইউরোপে নীত হয়। মূরদের দৃষ্টান্তে চার্লস মার্টেল যে অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করেন, তাহা হইতেই "শিভালরী" (chivalry) প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়। ফ্রান্স হইতে ইহা সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। "বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা, জ্ঞান চর্চা, সামাজিক ও মানসিক সমৃদ্ধি এবং অভ্রান্ত শিক্ষা প্রথা বিদ্যমান না থাকিলে ইউরোপকে আজও অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিতে হইত" (লিওনার্ড)।

রাণী এলিজাবেথ তাঁহার একটি মাত্র বাক্য দ্বারা মুসলিম ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সত্যিই আমাদের শুকরিয়া ভাজন হইয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org